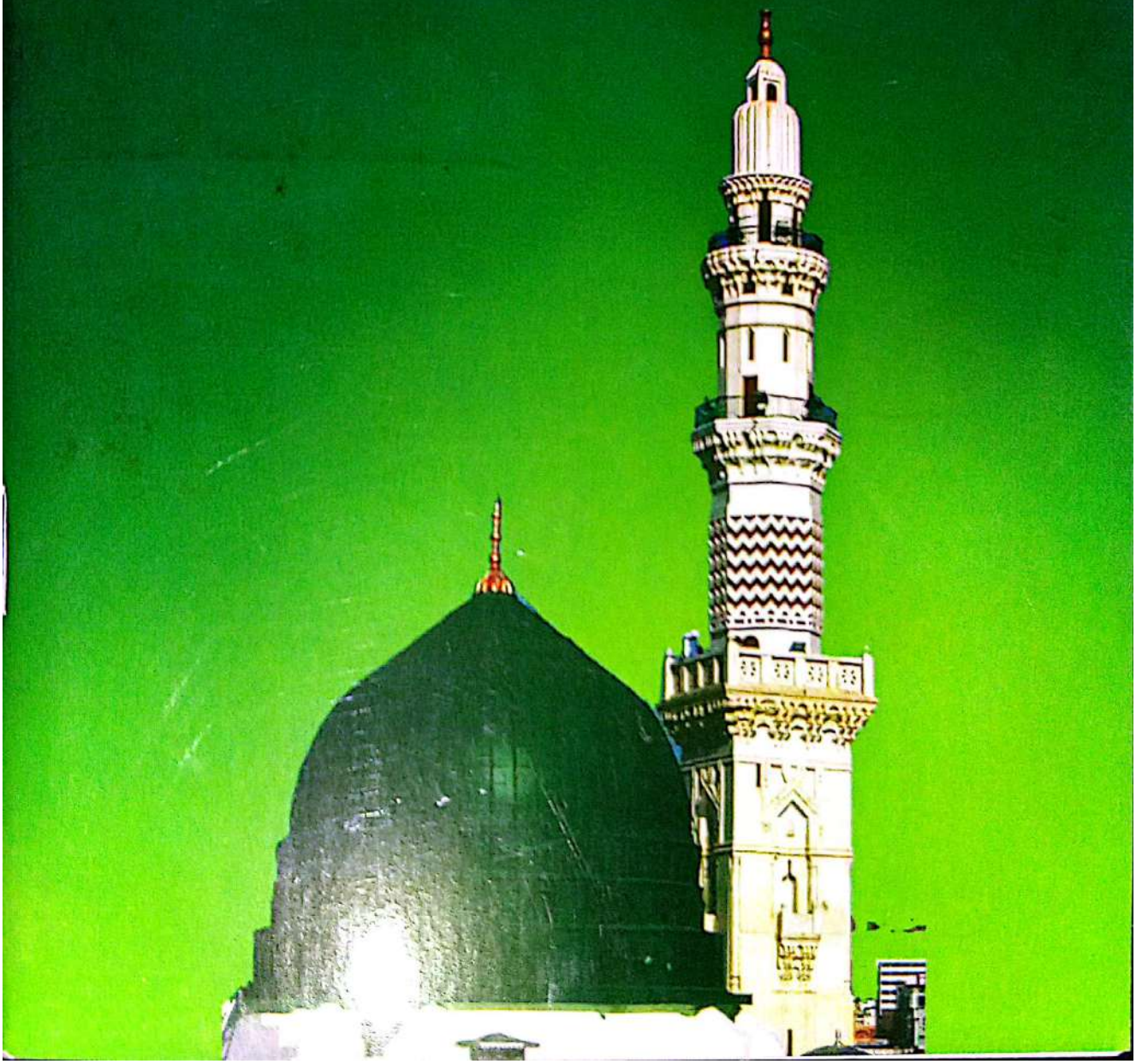
তোহফায়ে সুন্নাহ

বর্তমান বিশ্বের ইসলাহে উম্মতের অন্যতম রাহবার

মুহিউস সুন্নাহ আল্লামা মাহমূদুল হাসান



CamScanner

Click here to join our channel
https://t.me/pdfarchive2025

তোহফায়ে সুন্নাহ

বর্তমান বিশ্বের ইসলাহে উম্মতের অন্যতম রাহবার

মুহিউস সুন্নাহ আল্লামা মাহমুদুল হাসান

আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ-এর
তত্ত্বাবধানে সংকলিত

প্রকাশনায়

মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয় : জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
জামিয়া নগর, ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
01859887570

CamScanner

প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর অনুমতি ছাড়া এ বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনো যান্ত্রিক উপায়ে প্রতিলিপি করা যাবে না, ডিস্ক বা তথ্য সংরক্ষণের কোনো যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। এ শর্তের লঙ্ঘন আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে দণ্ডনীয়।

তোহফায়ে সুন্নাহ

মুহিউস সুন্নাহ আল্লামা মাহমূদুল হাসান
মুহতামিম, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ

সার্বিক তত্ত্বাবধান :	মাওলানা মাসরুর হাসান
প্রকাশনা নম্বর :	১৪ (চৌদ্দ)
প্রথম প্রকাশ :	জানুয়ারি ১৯৯৮ইং
১২তম সংস্করণ :	মে ২০২৪ইং
গ্রন্থস্বত্ব :	সংরক্ষিত
প্রকাশক :	**মজলিসে দাওয়াতুল হক** কার্যালয়, যাত্রাবাড়ি বড় মাদরাসা, ঢাকা। ০১৮৫৯৮৮৭৫৭০

মূল্য : ৬০/- (ষাট) টাকা মাত্র।

TOHFAYE SUNNAH

By Muhius Sunnah Allama Mahmudul Hasan Da: Ba:
Published by Majlis-e-Dawatul Haq Bangladesh
01859887570, Price: only 60.00 BDT.

CamScanner

প্রসঙ্গ কথা

হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দোয়া করতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوْءِ وَتَمَامَ الصَّلٰوةِ وَتَمَامَ رِضْوَانِكَ وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ –

(الحديث فى بغية الباحث فى زوائد مسند الحارث صـ ٧٨/٥)

অর্থ : হে আল্লাহ, আপনার দরবারে আরজ, আমাকে পরিপূর্ণভাবে উযু করার, পরিপূর্ণভাবে নামায আদায় করার তওফিক দান করুন এবং আমার প্রতি আপনি পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে আমাকে মাফ করে দিন।

উপর্যুক্ত দোয়ার মাধ্যমে একথা সুস্পষ্ট যে, উযু এবং নামাযের পরিপূর্ণতা হাসিল করা শরিয়তের দৃষ্টিতে আসল উদ্দেশ্য এবং মকসুদের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আর এই উভয়বিধ ইবাদতের সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও গোনাহমাফিও সম্পর্কিত। অর্থাৎ উযু যে স্তরের হবে, নামাযও সেই স্তরের হবে। এমনিভাবে নামায যে পরিমাণ পরিপূর্ণ হবে, আল্লাহর সন্তুষ্টিও সেই অনুপাতে হাসিল হবে। আর এই সন্তুষ্টির ফলশ্রুতিতেই আল্লাহপাকের মাগফেরাত তথা গোনাহমাফি হাসিল হবে।

উক্ত দোয়ার মাধ্যমে উযু ও নামাযের পরিপূর্ণতা হাসিলের প্রতি উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত যত্নসহকারে কার্যত এর বাস্তবায়ন করেছেন এবং এত বেশি গুরুত্ব ও পরিপূর্ণতা সহকারে উযু ও নামাযের আমল করেছেন, যার ফলে আল্লাহর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, নৈকট্য ও কবুলিয়ত

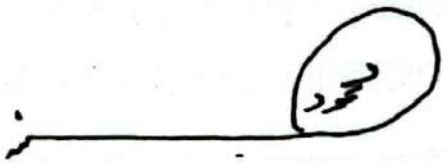
CamScanner

হাসিল হয়েছে। আমাদেরও কর্তব্য, উযু ও নামাযের পরিপূর্ণতার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা এবং এ বিষয়ে সদা সচেষ্ট থাকা।

এই পরিপূর্ণতা লাভের জন্য আমাদের উচিত—উযু, নামায, আযান, ইকামত, গোসল, কাফন-দাফনসহ ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত এবং আদবসমূহ মুখস্ত করে সেগুলো আদায় করা। মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হারদুয়ী রহ. সুন্নতের প্রচার প্রসার ও প্রবর্তনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত এহতেমাম ও যত্নসহকারে উম্মতকে মনোযোগী করার জন্য মেহনত করেছেন। তাঁরই ফয়েজ বরকত ও দোয়ায় এ পুস্তিকা সংকলিত হয়েছে। আল্লাহ পাক হযরতকে জান্নাতে উচ্চ মকাম দান করুন। এবং উম্মতকে পুস্তিকাটি থেকে বেশি বেশি ফায়দা হাসিল করার তওফিক দান করুন। আমীন।

এই পুস্তিকায় ফেকাহ শাস্ত্রের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি এবং হযরতের সুন্নতের পর্চাসমূহ থেকে এসব জরুরি বিষয় সন্নিবেশিত করা হয়েছে। যাতে সকলের জন্য সহজে আমল করা সম্ভব হয়। আল্লাহপাক তওফিক দান করুন। আমীন।

আরজগুজার



(মুহিউস সুন্নাহ আল্লামা) মাহমূদুল হাসান
খলিফা, হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক হক্কী রহ.
আমীর, মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ

CamScanner

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
এস্তেঞ্জার আদব ও সুন্নতসমূহ	৯
গোসলের ফরজ তিনটি	১০
গোসলের সুন্নত ৫টি	১০
গোসলের সুন্নত তরিকা	১০
সুন্নত গোসল	১১
মুস্তাহাব গোসল	১১
উযুর ফরজ ৪টি	১২
উযুর দোয়া	১৩
উযুর সুন্নতসমূহ	
উযুর সুন্নত ১৮টি	১৩
তায়াম্মুমের সুন্নত ৮টি	১৫
আযানের মধ্যে মুয়াজ্জিন সম্পর্কিত মাসায়েল	১৬
আযান দেয়ার সুন্নত ও মুস্তাহাব তরিকা	১৬
ইকামতের গলতি	১৯
৭ শ্বাসে ইকামত দেয়ার সুন্নত তরিকা	২০
মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নত ৫টি	২১
মসজিদ হতে বাহির হওয়ার সুন্নত ৫টি	২১
নামাযের ফরজ ১৩ টি	
নামাযের বাহিরে ৭ ফরজ	২২
নামাযের ভিতরে ৬ ফরজ	২২

CamScanner

বিষয় পৃষ্ঠা

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের মধ্যে ১৮টি কাজ ওয়াজিব ২৩

নামাযের সুন্নত ৫১টি

(ক) দাঁড়ানো অবস্থায় ১১টি সুন্নত ২৪
(খ) কেরাতের সুন্নত ৭টি ২৫
(গ) রুকুর সুন্নত ৮টি ২৬
(ঘ) সেজদার সুন্নত ১২টি ২৭
(ঙ) বসার সুন্নত ১৩টি ২৮
সালাম ফিরানোর সুন্নত তরিকা ২৯
তাশাহুদ ২৯
দুরুদ শরিফ ২৯
দোয়ায়ে মাসুরা ৩০
দোয়ায়ে কুনুত ৩০
মহিলাদের নামাযের পার্থক্য ৩০

দোয়া ও মুনাজাতের সুন্নত ও আদবসমূহ

দোয়ার সময় বসার আদব ৩১
দোয়ার সময় হাত উঠানোর নিয়ম ৩২
দোয়া শুরু এবং শেষ করার বাক্যসমূহ ৩২
এশরাকের নামাযের সুন্নত তরিকা ৩৩
জুমআর দিনের বিশেষ ৬টি আমল ৩৪
জুমআর দিনের আরো কয়েকটি আমল ৩৪
এই দুরুদ শরিফের ফযিলত ৩৫
খুতবার সুন্নত ও আদবসমূহ ৩৫
খতিবের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সুন্নত ৩৬
সালাতুস তাসবিহ ৩৭

CamScanner

বিষয়	পৃষ্ঠা
ইতেকাফের সুন্নত ও আদবসমূহ	৩৯
ইতেকাফের মুস্তাহাব আদবসমূহ	৩৯

দুই ঈদের সুন্নতসমূহ

ঈদুল ফিতরের দিন ১৩টি সুন্নত	৪০
ঈদুল আযহার সুন্নত	৪১
রোগী দেখার সুন্নত ও আদবসমূহ	৪১
হজের সুন্নত	৪৩
এহরামের সুন্নত	৪৩
তাওয়াফের সুন্নত	৪৩
সায়ীর সুন্নত	৪৪
আকীকার মাসায়েল	৪৪
বিবাহের সুন্নত	৪৬
খাওয়ার সুন্নত	৪৬
ঘুমানোর সুন্নত	৪৮
বাতি নেভানোর প্রসঙ্গ	৪৯
ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার সুন্নত তরিকা	৪৯
তেলাওয়াতের বিশেষ তিনটি ফায়দা	৫১
তেলাওয়াতের বিশেষ দুইটি আদব	৫১
বিশেষ তিনটি সুন্নত	৫১
সফর সম্পর্কিত সুন্নত	৫২
চলার সুন্নত ও আদবসমূহ	৫৩
স্থলযানে আরোহনের সুন্নত	৫৪
নৌযানে আরোহনের সুন্নত	৫৫

কাফন-দাফন ও জানাযার সুন্নতসমূহ

(১) মাইয়েতের গোসলের সুন্নত তরিকা	৫৬

CamScanner

বিষয়	পৃষ্ঠা
(২) কাফনের কাপড়ের বিবরণ	৫৮
(৩) কাফন পরানোর সুন্নত তরিকা	৫৮
(৪) পুরুষের কাফন পরানোর সুন্নত তরিকা	৫৯
(৫) মহিলাদের কাফন পরানোর সুন্নত তরিকা	৫৯
(৬) জানাযার নামাযে ৩টি ফরজ ৬	০
(৭) জানাযার নামাযের ৩টি সুন্নত	৬০
(৮) জানাযার নামাযে করণীয়-বর্জনীয় সুন্নত	৬১
(৯) দাফনের জন্য কবরস্থানে নেয়ার সুন্নত তরিকা	৬২
(১০) মুর্দাসহ খাটলি নেয়ার মুস্তাহাব তরিকা	৬২
(১১) কবর খনন করার সুন্নত তরিকা	৬৩
(১২) দাফনের সুন্নত তরিকা	৬৩
(১৩) শিশুর কাফন দাফনের সুন্নতের তরিকা	৬৫
পিতা মাতার হক ১৪টি	৬৬
জীবিত অবস্থায় হক ৭টি	৬৬
মৃত্যুর পর হক ৭টি	৬৬
আসমায়ে হুসনা	৬৭
মুনাজাতে মকবুল	৬৮
সংক্ষিপ্ত অযিফা	৬৯

CamScanner

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এস্তেঞ্জার আদব ও সুন্নতসমূহ

১. এস্তেঞ্জাখানায় প্রবেশের পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে মাথা ঢেকে নেওয়া।
(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ১১৩৩, বাইহাকী : ৪৫৯)

২. বিসমিল্লাহ বলে প্রথমে ডান পায়ে জুতা স্যান্ডেল পরিধান করা।
(সহিহ বুখারি : ১৬৮, বাইহাকী : ৪৫৯)

৩. এস্তেঞ্জাখানায় প্রবেশের পূর্বে এই দোয়া পড়া—

بِسْمِ اللهِ اللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

(সহিহ বুখারি : ১৪২, ইবনে মাজাহ : ২৯৭, মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা : ৫)

(ভুলে না পড়লে প্রবেশের অথবা কাপড় উঠানোর পর মনে মনে দোয়া পড়া। মুখে উচ্চারণ না করা)

৪. এস্তেঞ্জাখানায় প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করা।
(সহিহ বুখারি : ১৬৮, আবু দাউদ : ৩২)

৫. এস্তেঞ্জাখানায় বসার সময় প্রথমে ডান পা দিয়া পাদানিতে বসা এবং নামার সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে নামা। (আবু দাউদ : ৩২)

৬. বাম পায়ে ভর দিয়ে এস্তেঞ্জা করা। (ত্বারানি কবীর : ৬৪৭৬, বাইহাকী : ৪৬২)

৭. কেবলার দিকে মুখ ও পিঠ করে না বসা। (বুখারি : ১৪৪, মুসলিম : ২৬৪)

৮. এস্তেঞ্জাখানা হতে বের হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হয়ে এই দোয়া পড়া—

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِىْ

(আবু দাউদ : ৩২, ইবনে মাজাহ : ৩০০,৩০১)

CamScanner

৯. কবরস্থান, মানুষ চলাচলের রাস্তার পাশে, গোসলখানায়, ছায়াদার ও ফলদার গাছের নিচে পেশাব-পায়খানা করা মাকরুহে তাহরিমি। (সহিহ মুসলিম : ২৬৯, আবু দাউদ : ২৭, মুজামুল আওসাত : ২৩৯২)

১০. বেজোড় সংখ্যায় ঢিলা ব্যবহার করা। (বুখারি : ১৬১, মুসলিম : ২৩৭)

গোসলের ফরজ তিনটি

১. এমনভাবে কুলি করা যেন মুখের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরে পানি পৌঁছে যায়। তবে রোজা অবস্থায় গড়াগড়া করবে না। (সূরা মায়িদা : ৬)

২. নাকের ভেতর নরম স্থান পর্যন্ত পানি পৌঁছানো। (প্রাগুক্ত)

৩. সমস্ত শরীরে এমনভাবে একবার পানি প্রবাহিত করা, যেন কোনো অংশ শুকনা না থাকে। (প্রাগুক্ত, মারাকিল ফালাহ : ৪৫)

গোসলের সুন্নত ৫টি

১. উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। (তিরমিযি : ১০৪)

২. এস্তেঞ্জার জায়গা ধৌত করা। হাত এবং এস্তেঞ্জার জায়গায় নাপাকি থাকুক বা না থাকুক। শরীরের কোথাও নাপাকি থাকলে তা ধৌত করা। (প্রাগুক্ত)

৩. নাপাকি হতে পবিত্র হওয়ার নিয়ত করা। (সহিহ বুখারি : ১, শামী : ১/২৯১)

৪. সুন্নত মোতাবিক উযু করা। (তিরমিযি :১০৪)

৫. সমস্ত শরীরে তিনবার পানি ঢালা। (তিরমিযি :১০৪, বেহেশতি জেওর : ৫৫)

গোসলের সুন্নত তরিকা

১. যদি কোনো চৌকি বা পাথরের ওপর গোসল করে (যাতে পরে আবার পা ধোয়ার দরকার হয় না)। তাহলে উযু করার সঙ্গে সঙ্গেই পা ধুয়ে নিবে। আর যদি এমন জায়গায় গোসল করে যে, পায়ে কাদা লেগে যাবে এবং পরে আবার পা ধুতে হবে। এমতাবস্থায় পূর্ণ উযু করবে কিন্তু পা ধুবে না। (সহিহ বুখারি : ২৪৯)

CamScanner

২. তারপর তিনবার মাথায় পানি ঢালবে। (বুখারি : ২৪৯, তিরমিযি : ১০৪)

৩. তারপর তিনবার ডান কাঁধে পানি ঢালবে। (বুখারি : ২৪৯, তিরমিযি : ১০৪)

৪. তারপর তিনবার বাম কাঁধে পানি ঢালবে। তবে পানি এমনভাবে ঢালবে, যাতে সমস্ত শরীর ধুয়ে যায়। তারপর পবিত্র জায়গায় সরে পা ধোয়ার সময় সুন্নত মোতাবিক পায়ের আঙ্গুল খিলাল করবে।
(তিরমিযি : ১০৪, শামী : ১/২৯৫)

৫. শরীরে পানি ঢালার পূর্বে শরীর ভিজা হাত দ্বারা ভালোভাবে মুছে দিবে। তারপর পানি ঢালবে। এরূপ করলে সমস্ত শরীরে সহজে পানি পৌঁছে যাবে। (মুনিয়াতুল মুসল্লি)

সুন্নত গোসল

১. জুমআর নামাযের জন্য গোসল করা। (সহিহ বুখারি : ৮৭৭, ৮৭৮)

২. উভয় ঈদের নামাযের জন্য গোসল করা। (মুয়াত্তা মালেক ৪২৫)

৩. হজ ও ওমারার এহরাম বাঁধার জন্য গোসল করা। (তিরমিযি : ৮৩০)

৪. আরাফাতের ময়দানে (হজ আদায়ের জন্য) উকুফে আরাফার জন্য গোসল করা। (মুয়াত্তা মালেক : ৭০৬)

মুস্তাহাব গোসল

১. ইসলাম গ্রহণ করার জন্য গোসল করা (যদিও সে পবিত্রাবস্থায় থাকে)।
(মুসনাদে আহমাদ : ২/৩০৪)

২. ছেলে বা মেয়ের বালেগ হওয়ার কোনো আলামত প্রকাশ না পেলে, উভয়ের ১৫ বছর হওয়া মাত্রই বালেগ ধরতে হবে এবং তাদের জন্য গোসল করা মুস্তাহাব। (এমদাদুল ফাত্তাহ : ১০৯)

৩. মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পর নিজেদের গোসল করা।
(আবু দাউদ : ৩১৬১)

৪. শবে বরাত ও শবে কদরের রাতে গোসল করা। (মারাকিল ফালাহ : ৪৬)

CamScanner

৫. মক্কা শরিফ ও মদিনা শরিফে প্রবেশ করার পূর্বে গোসল করা। (মুসলিম : ১২৫৯)

৬. মুজদালিফায় উকুফ করার সময় ১০ই জিলহজ সুবহে সাদেকের পর গোসল করা। (মারাকিল ফালাহ : ৪৬)

৭. হজের সময় মিনায় রমি করার (কংকর নিক্ষেপের) জন্য গোসল করা। (মারাকিল ফালাহ : ৪৬)

৮. হজের তাওয়াফের (ফরজ তাওয়াফের) জন্য গোসল করা। (দুররে মুখতার : ১/৩১০)

৯. সূর্যগ্রহণ, চন্দ্রগ্রহণ এবং বৃষ্টির নামায পড়ার জন্য গোসল করা। (মারাকিল ফালাহ : ৪৬)

১০. বিপদাপদকালে নামায পড়ার জন্য গোসল করা। (মারাকিল ফালাহ : ৪৬)

১১. তাওবার নামাযের জন্য গোসল করা। (মারাকিল ফালাহ : ৪৬)

১২. সফর হতে বাড়িতে এসে গোসল করা। (মারাকিল ফালাহ : ৪৬)

১৩. কোনো ভালো মাহফিলে যাওয়ার পূর্বে এবং নতুন কাপড় পরিধান করার সময় গোসল করা। (দুররে মুখতার : ১/৩১১)

১৪. কারো প্রাণদণ্ডের হুকুম হলে তার জন্য গোসল করে দুই রাকাত নামায পড়া। (দুররে মুখতার : ১/৩১০)

উযুর ফরজ ৪টি

১. সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল একবার ধৌত করা। অর্থাৎ কপালের উপরিভাগের চুলের গোড়া হতে থুতনীর নিচ পর্যন্ত এবং প্রস্থে এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত। (সূরা মায়িদা : ৬)

২. উভয় হাত কনুইসহ একবার ধৌত করা। (সূরা মায়িদা : ৬)

৩. মাথা মাসেহ করা। (সূরা মায়িদা : ৬)

৪. উভয় পা টাখনুসহ একবার ধৌত করা। (সূরা মায়িদা : ৬)

ফায়দা : উপর্যুক্ত চারটি ফরজ কাজের মধ্যে কোনো একটি না করলে অথবা এক চুল পরিমাণও শুকনা থাকলে উযু দুরস্ত হবে না।

CamScanner

উযুর দোয়া

উযু শুরু করার পূর্বে এই দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ

তারপর بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ অথবা بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলে উযু শুরু করবে। উযুর মাঝে মাঝে কালেমায়ে শাহাদাত, দরুদ শরিফ ও এই দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذَنْبِىْ وَوَسِّعْ لِىْ فِىْ دَارِىْ وَبَارِكْ لِىْ فِىْ رِزْقِىْ

(তিরমিযি : ২৫, ৩৫০০, ত্বারানি : ১৯৬২, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা ২৮)

উযুর সুন্নতসমূহ

উযুর সুন্নত ১৮টি

সুন্নত কাজগুলো সহকারে উযু করলে তা পরিপূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়েছে বলে পরিগণিত হবে।

১. উযুর দ্বারা পবিত্রতা হাসিলের নিয়ত করা, নামায দুরস্ত হওয়া ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত করা। (বুখারি : ১)

২. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) বলে উযু আরম্ভ করা। (তিরমিযি : ২৫)

৩. দুই হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধৌত করা। (বুখারি : ১৫৯, মুসলিম ২২৬)

৪. মিসওয়াক করা। যদি মিসওয়াক না থাকে, তাহলে আঙ্গুলি দ্বারা উত্তমরূপে দাঁত পরিষ্কার করা। (বুখারি ৮৮৭, ৮৮৮, বাইহাকী : ১৭৮)

৫. গড়গড়া করে তিনবার কুলি করা। তবে রোযা অবস্থায় গড়গড়া করবে না। (মুসলিম : ২২৬)

৬. তিনবার নাকের ভেতর পানি দেয়া। বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুল দ্বারা নাকের ভেতর অংশ পরিষ্কার করা। (মুসলিম : ২২৬)

৭. উযুর অঙ্গসমূহত তিনবার করে ধৌত করা। (সহিহ বুখারি : ১৫৯)

৮. মুখমণ্ডল ধৌত করার সময় এক চুল্লু পানি থুতনিতে লাগিয়ে হাতের তালু বাহিরের দিকে রেখে গলার দিক হতে দাড়ি খেলাল করা।
(আবু দাউদ : ১৪৫, তিরমিযি : ৩০)

৯. কনুইসহ হাত এবং টাখনুসহ পা ধৌত করার সময় অঙ্গুলি খেলাল করা।
(তিরমিযি : ৩৮)

১০. একবার সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা। (সহিহ বুখারি : ১৯২)

১১. উভয় কান মাসেহ করা। (কনিষ্ঠা আঙ্গুল কানের ছিদ্রে প্রবেশ করাবে এবং শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা কানের ভেতরের ভাঁজগুলো মাসেহ করার পর বৃদ্ধা আঙ্গুল দ্বারা কানের পিঠ মাসেহ করা।
(ইবনে হিব্বান : ১০৮৩, তিরমিযি : ৩৬, মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ১/২৩২)

১২. উযুর অঙ্গসমূহ উত্তমরূপে ঘষে-মেজে ধৌত করা। (তিরমিযি : ৪০)

১৩. প্রত্যেক অঙ্গ পর পর (দেরি না করে) ধৌত করা। (এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করা। (মুসলিম : ২২৬)

১৪. অঙ্গসমূহ ধারাবাহিকভাবে ধৌত করা। (বুখারি : ১৫৯, মুসলিম : ২২৬)

১৫. ডান দিক হতে উযুর অঙ্গসমূহ ধোয়া আরম্ভ করা। (অর্থাৎ প্রথমে ডান অঙ্গ ও পরে বাম অঙ্গ ধৌত করা। (বুখারি : ১৬৮, মুসলিম : ২৬৮)

১৬. কপাল হতে মাথা মাসেহ শুরু করা এবং অঙ্গুলির দিক হতে হাত পা ধোয়া শুরু করা। (বুখারি : ১৮৫, নূরুল ঈযাহ : ২২)

১৭. গর্দানের পেছন অংশ হাতের আঙ্গুলির পিঠের দ্বারা মাসেহ করা। (গর্দানের ডান-বামের দিক ও গলা মাসেহ করা নিষেধ)।

CamScanner

১৮. উযু শেষ করার পর কালেমা শাহাদাত ও এই দোয়া পড়া—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ ـ

(মুসলিম : ২৩৪, তিরমিযি : ৫৫, আযকার : ৩১)

উচ্চারণ : "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আল্লাহুম্মাজ আলনী মিনাত তাওয়াবীনা ওয়াজ আলনী মিনাল মুতাতাহহিরীন। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইকা।"

তায়াম্মুমের সুন্নত ৮টি

১. তায়াম্মুমের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা। (আবু দাউদ : ১০১, দুররে মুখতার : ১/৩৯৩)

২. তায়াম্মুমের পূর্বে মিসওয়াক করা। (বুখারি : ৮৮৭, শামী : ১/৩৯৫)

৩. মাটি অথবা মাটি জাতীয় বস্তুর ওপর হাত মারার সময় আঙ্গুলসমূহ খোলা রাখা। (দুররে মুখতার : ১/৩৯৩)

৪. হাত মারার পর একবার সামনের দিকে, আরেকবার পেছনের দিকে নেয়া। (শামী : ১/৩৯৩)

৫. তায়াম্মুমের সময় দাড়ি খেলাল করা। (শামী : ১/৩৯৪)

৬. তায়াম্মুমের সময় আঙ্গুল খেলাল করা।

৭. উযুর মতোই তায়াম্মুমের অঙ্গগুলো ধারাবাহিকভাবে মাসেহ করা। (আবু দাউদ : ৩৩১, দুররে মুখতার : ১/৩৯৩)

৮. প্রত্যেক অঙ্গ পরপর (দেরি না করে) মাসেহ করা। (আবু দাউদ : ৩৩১)

CamScanner

জ্ঞাতব্য : উযুর শেষে যে সব দোয়া পড়া হয়, তায়াম্মুমের শেষে সে সব দোয়াই পড়বে।

আযানের মধ্যে মুয়াজ্জিন সম্পর্কিত মাসায়েল

১. মুয়াজ্জিন পুরুষ হতে হবে। মহিলাদের আযান দেয়া মাকরুহে তাহরিমি। মহিলাগণ আযান দিলে তা দ্বিতীয়বার দিতে হবে।
(বুখারি : ৬০৪, শামী : ২/৪৮, হিন্দিয়া : ১/১১০)

২. মুয়াজ্জিন স্বজ্ঞান পুরুষ হতে হবে। পাগল, মাতাল বা অবুঝ ছেলের আযান মাকরুহ। তারা আযান দিলেও দ্বিতীয়বার দিতে হবে। কিন্তু ইকামত দ্বিতীয়বার দিতে হবে না। (হিন্দিয়া : ১/১১০)

৩. মুয়াজ্জিনের (আযান ও নামায সম্পর্কিত) জরুরি মাসায়েল এবং নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকতে হবে।
(আবু দাউদ : ৫১৭, শামী : ২/৫৯)

৪. মুয়াজ্জিন দ্বীনদার, পরহেজগার, মুত্তাকি হতে হবে এবং সুন্নত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকার সাথে সাথে সুন্নতের অনুসারীও হতে হবে।
(আবু দাউদ : ৫১৭, বাইহাকী : ২০৪১, হিন্দিয়া : ১/১১০)

৫. উচ্চ ও আকর্ষণীয় কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট (উপরে উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষে) ব্যক্তিকে মুয়াজ্জিন নিযুক্ত করা উত্তম। (বুখারি : ৬০৯, আশিয়াতুল লুমআত)

আযান দেয়ার সুন্নত ও মুস্তাহাব তরিকা

১. মসজিদের বাহিরে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে আযান দিবে। মসজিদের ভেতরে আযান দেয়া মাকরুহে তানজিহি। কিন্তু জুমআর সানি আযান মসজিদের ভেতরে মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে দিবে। সানি আযান দেয়ার জন্য প্রথমক কাতারে দাঁড়ানো জরুরি নয়, যে কোনো কাতার থেকেই আযান দেয়া যায়। তবে খতিবের বরাবর দাঁড়ানো জরুরি।
(আবু দাউদ : ৫১৯, তাতারখানি : ২/১৩৮, ফতওয়ায়ে শামি : ১/২৫৭)

২. দাঁড়িয়ে আযান দিতে হবে। বসে আযান দেয়া খেলাফে সুন্নত। বসে আযান দেয়া হলে সেই আযান দোহরাতে হবে। তবে মাজুর ব্যক্তি নিজের নামাযের জন্য বসে আযান দিতে পারবে। (ইবনে আবি শাইবা : ২২৩২)

৩. আযান যথাসম্ভব উচ্চস্বরে দিতে হবে। (বুখারি : ৬০৯)

৪. আযান দেয়ার সময় উভয় হাতের শাহাদত আঙ্গুল উভয় কানের ছিদ্রে রাখা মুস্তাহাব। (তিরমিযি : ১৯৭, তোহফাতুল আহওয়াযি : ১/৪৩৯)

৫. আযানের শব্দগুলো টেনে টেনে আদায় করবে। (তবে আল্লাহ্ শব্দের লামকে এক আলিফের বেশি টানবে না।) এবং প্রতি দুই কালেমার পর এতটুকু সময় চুপ করে থাকবে, যেন শ্রোতাগণ তার জওয়াব দিতে পারে। আর যদি জওয়াব দেয়ার সময় না দেয়া হয়, তাহলে পুনরায় আযান দেয়া মুস্তাহাব। (ফতওয়ায়ে শামি : ২/৫৩, আহসানুল ফাতাওয়া : ২/২৯০)

৬. আযানের মধ্যে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ বলার পূর্বে ডান দিকে মুখ ফিরাবে এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার পূর্বে বাম দিকে মুখ ফিরাবে। কিন্তু সিনা এবং পা ঘুরাবে না। (বুখারি : ৬৩৪, মুসলিম : ৫০৩)

৭. উযুর সাথে কেবলামুখি হয়ে আযান দিতে হবে।
(তিরমিযি : ২০১, আব্দুর রাজ্জাক : ১৮০৩)

৮. বিভিন্ন মসজিদে আযান হতে থাকলে নিজের মহল্লার মসজিদ বা যে মসজিদে নামায পড়বে, সেই মসজিদের আযানের জওয়াব দেয়া মুস্তাহাব। (ফতওয়ায়ে শামী : ২/৭০)

৯. আযানের ন্যায় ইকামতেও ডানে-বামে আগে মুখ ফিরিয়ে حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এবং حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবে। (শামী : ২/৫৩)

১০. বড় নাপাকি (হদসে আকবার) হতে পবিত্র হয়ে আযান দেয়া সুন্নত। নাপাক অবস্থায় আযান দেয়া মাকরুহে তাহরিমি। যদি গোসল না করে

CamScanner

আযান দেয়, তাহলে পুনরায় আযান দিতে হবে। বিনা উযুতে ইকামত দেয়া মাকরুহে তাহরিমি। (হিন্দিয়া : ১/১১০)

১১. তারতিব ঠিক রেখে আযান ও ইকামত দেয়া সুন্নত। যদি কেউ আযানের মধ্যে পরের শব্দ আগে বলে, তবে সম্পূর্ণ আযান দোহরাতে হবে না। শুধু যে শব্দটি ছেড়ে দিয়েছে সেই শব্দটি বলে তারতিব অনুযায়ী পরের শব্দগুলো বলবে। (শামী : ২/৫৬)

১২. সমস্ত ফরজে আইন নামাযের জন্য একবার আযান দেয়া সুন্নতে কেফায়া। (হিন্দিয়া : ১/১১০)

১৩. আযানের জওয়াব দেয়া বড় সওয়াবের আমল। (মুসলিম : ৩৮৫)

১৪. اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ এর জওয়াবে اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ বলবে; صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم বলবে না। অবশ্যই আযানের পর দরুদ শরিফ পড়বে। তারপর দোয়া পড়বে। (মুসলিম : ৩৮৪)

১৫. আযানের ন্যায় ইকামতের জওয়াব দিবে। ইকামতের জওয়াবে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ও عَلَى الصَّلٰوةِ এর জওয়াবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ বলবে। এবং قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةِ এর জওয়াবে اَقَامَهُ اللهُ وَاَدَامَهَا বলবে। (আবু দাউদ : ৫২৮, শামী : ২/৭১)

১৬. আযান শেষ হলে প্রথমে দরুদ শরিফ, তারপর এই দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَانِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادِ

(সহিহ মুসলিম : ৩৮৪, বাইহাকী : ১৯৩৩)

আযান ও ইকামতের মধ্যে প্রচলিত ভুল, যেগুলোর প্রতি সাধারণত খেয়াল করা হয় না :

আযান ও ইকামতের গুরুত্ব বাচ্চাদের অন্তরে বসাবে এবং শুরু হতেই তাদেরকে আযান-ইকামতের আমলি মশক করাবে। আযানের মধ্যে সাধারণত কিছু গলতি দেখা যায়, গলতিগুলো এই—

১. 'ইলাহা' এবং 'রাসূল' এর মধ্যে মদ্দের হরফকে এক আলিফ হতে বেশি টেনে পড়া। (আহসানুল ফতাওয়া : ২/২৯০)

২. 'হাইয়া' এর মধ্যে যবরকে টেনে বলা এবং 'আইন' অক্ষরটি উচ্চারণ না করা। (কিতাবুন নাওয়াযেল ৩/৩১৮)

৩. اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ -এর মধ্যে 'সালাত' শব্দটির 'লাম' অক্ষরকে বেশি টেনে বলা। (আহসানুল ফতাওয়া : ২/২৯০)

৪. 'আল্লাহু আকবার'-এর মধ্যে 'আল্লাহ' শব্দের 'লাম' অক্ষরকে মদ্দে তবায়ি (এক আলিফ) হতে বেশি টেনে বলা। (আহসানুল ফতাওয়া : ২/২৯০)

ইকামতের গলতি

১. ইকামতের মধ্যে প্রত্যেক কালেমায় শ্বাস ছেড়ে দেওয়া।

২. حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়া আলাস সালাহ) এবং قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةِ (কাদ কামাতিস সালাহ) এর মধ্যে শেষে 'তা' অক্ষরকে হরকতকে উচ্চারণ করা। (ফাউযুল কাবির)

৩. ইকামতের মধ্যে শেষ কালেমা 'আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাহ' এক শ্বাসে না বলা। (ফাউযুল কাবির)

CamScanner

৭ শ্বাসে ইকামত দেয়ার সুন্নত তরিকা

১ম শ্বাসে— اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার।

২য় শ্বাসে— اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

৩য় শ্বাসে— اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ।

৪র্থ শ্বাসে—(ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে) حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةْ

হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ।

৫ম শ্বাসে—(বাম দিকে মুখ ফিরিয়ে) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحْ

হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ।

৬ষ্ঠ শ্বাসে— قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةْ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةْ

কাদ কামাতিস সালাহ, কাদ কামাতিস সালাহ

৭ম শ্বাসে— اَللّٰهُ اَكْبَرْ اَللّٰهُ اَكْبَرْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (এক শ্বাসে বলা।)

আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

জ্ঞাতব্য : আযানের ন্যায় ইকামতেরও প্রত্যেক কালেমার শেষ অক্ষর সাকিন হবে। (ফাতহুল বারী, মিশকাত শরিফ)

CamScanner

মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নত ৫টি

১. বিসমিল্লাহ বলা।

২. দরুদ শরিফ পড়া। এই দুইটি বিষয় একসাথে এভাবে পড়া যায়—

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

(আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা : ৮৮)

৩. দোয়া পড়া—

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাফতাহলি আবওয়াবা রাহমাতিক।

অর্থ : হে আল্লাহ, তোমার রহমতের দরজা আমার জন্য খুলে দিন।

(মুসলিম : ৭১৩)

৪. মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা ঢুকানো। (হাকেম : ৭৯১)

৫. এতেকাফের নিয়ত করা। এভাবে—

نَوَيْتُ سُنَّةَ الْاِعْتِكَافِ

মসজিদ হতে বের হওয়ার সুন্নত ৫টি

১. বিসমিল্লাহ বলা।

২. দরুদ শরিফ পড়া। এই দুইটি বিষয় একসাথে এভাবে পড়া যায়—

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ।

(আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা : ৮৮)

CamScanner

৩. দোয়া পড়া—

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আসআলুকা মিন ফাদলিক।

অর্থ : হে আল্লাহ, আমি আপনার দয়া প্রার্থনা করি।

(মুসলিম : ৭১৩)

৪. প্রথমে বাম পা মসজিদ হতে বের করা। (হাকেম : ৭৯১)

৫. ডান পায়ে জুতা আগে পরিধান করা। (বুখারি : ৫৮৫৪)

নামাযের ফরজ ১৩ টি

নামাযের বাহিরে ৭ ফরজ

১. শরীক পাক হওয়া। (সূরা মায়িদা : ৬)

২. কাপড় পাক হওয়া। (সূরা মুদ্দাসির : ৪)

৩. নামাযের জায়গা পাক হওয়া। (সূরা বাকারাহ : ১২৫)

৪. সতর ঢাকা। (অর্থাৎ পুরুষগণ নাভি হতে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত এবং মহিলাগণ চেহারা, কব্জি পর্যন্ত দুই হাত এবং পায়ের পাতা ব্যাতিরেকে সর্বশরীরে ঢেকে নিবে, অন্যথায় নামায শুদ্ধ হবে না।) (সূরা আ'রাফ : ৭)

৫. কেবলামুখি হওয়া। (সূরা বাকারাহ : ১৪৪)

৬. ওয়াক্ত মতো নামায পড়া। (সূরা নিসা : ১০৩)

৭. নামাযের নিয়ত করা। (বুখারি : ১)

নামাযের ভিতরে ৬ ফরজ

১. তাকবিরে তাহরিমা বলা। (সূরা মুদ্দাসসির : ৩)

২. কিয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামায পড়া। (সূরা বাকারাহ : ২৩৮)

CamScanner

৩. কেরাত পড়া অর্থাৎ কুরআন শরিফ হতে কমপক্ষে কোনো লম্বা এক বা ছোট তিন আয়াত পড়া। (সূরা মুযযাম্মিল : ২০)

৪. রুকু করা। (সূরা হাজ্জ : ৭৭)

৫. দুই সেজদা করা। (সূরা হাজ্জ : ৭৭)

৬. শেষ বৈঠকে পূর্ণ 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়া পরিমাণ বসা। (আবু দাউদ : ৯৭০)

বি. দ্র. নামায হতে বের হওয়াও একটি ফরজ। (ফতওয়ায়ে শামী : ২/১৩৭)

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের মধ্যে ১৮টি কাজ ওয়াজিব

১. সূরা ফাতেহা পড়া। (বুখারি : ৭৫৬)

২. সূরা ফাতেহার সাথে অন্য একটি সূরা মিলানো। (বুখারি : ৭৭৬, মুসলিম : ৪৫১)

৩. ফরজের প্রথম দুই রাকাতকে কেরাতের জন্য নির্ধারণ করা। (বুখারি : ৭৭৬)

৪. সূরা ফাতেহাকে অন্য সূরার আগে পড়া। (বুখারি : ৭৭৬)

৫. সেজদার মধ্যে কপাল এবং নাক উভয়টিকেই মাটিতে লাগানো। (বুখারি ৮১২, ৮১৩)

৬. রুকু হতে মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং প্রথম সেজদা হতে উঠে সোজা হয়ে বসার পরক্ষণই দ্বিতীয় সেজদা করা। (বুখারি : ৭৯৩)

৭. নামাযের সমস্ত রুকন ধীরস্থরে আদায় করা। (বুখারি : ৭৯৩)

৮. প্রথম বৈঠক, অর্থাৎ তিন বা চার রাকাতওয়ালা নামাযে দুই রাকাতে বসা। (বুখারি ৮২৮, ৮২৯)

৯. প্রথম বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু' (তাশাহুদ) পড়া। (বুখারি : ৮৩০, নাসাঈ : ১১৬৩)

১০. শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়া। (বুখারি : ৮৩০, নাসাঈ : ১১৬৩)

CamScanner

১১. (প্রথম বৈঠকে) 'আত্তাহিয়্যাতু' পড়ে তৎক্ষণাৎ তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানো। (হালাবিয়ে কাবির : ২/৮)

১২. اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে সালাম ফিরানো। (আবু দাউদ : ৯৯৬)

১৩. বিতরের নামাযে 'দোয়ায়ে কুনুত' পড়া। (নাসাঈ : ১৬৯৯)

১৪. দুই ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবিরসমূহ বলা।
(মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৫৭০৪)

১৫. দুই ঈদের নামাযে দ্বিতীয় রাকাতের রুকুর জন্য তাকবির বলা।
(মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৫৭০৪)

১৬. اَللهُ اَكْبَرُ - 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করা। (তিরমিযি : ৩)

১৭. ফজর, মাগরিব, ইশা, জুমআ, দুই ঈদের নামায, তারাবিহ ও রমযান মাসের বিতর নামাযে ইমামের আওয়াজ করে কেরাত পড়া।
(বুখারি : ৭৩১, মারাসিলে আবু দাউদ : ৭২৩, ৭২৪)

১৮. যোহর, আসর ও দিনের বেলায় সুন্নত ও নফল নামাযে নিজ কানে শুনতে পারে, এই পরিমাণ আস্তে আওয়াজে কেরাত পড়া।
(ইবনে আবী শাইবা : ৩৬৬৫, মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৪১৯৯)

নামাযে ওয়াজিবসমূহের বিধান হলো, যদি উক্ত ওয়াজিবসমূহ হতে কোনো একটি ওয়াজিব ভুলে ছুটে যায়, তাহলে সেজদায়ে সাহু করে নিলে নামায দুরস্ত হয়ে যাবে। ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব তরক করলে নামায ভেঙে যাবে, পুনরায় নামায পড়তে হবে।

নামাযের সুন্নত ৫১টি

(ক) দাঁড়ানো অবস্থায় ১১টি সুন্নত

১. তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় সোজা হয়ে দাঁড়ানো অর্থাৎ মাথা না ঝুঁকানো। (তিরমিযি : ৩০৪)

২. উভয় 'পায়ের আঙ্গুলগুলো কেবলার দিকে রাখা' এবং উভয় পায়ের মাঝখানে চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁকা রাখা। (নাসাঈ : ৮৯২,শামী : ২/১৩১)

৩. মুক্তাদির তাকবিরে তাহরিমা ইমামের তাকবিরে তাহরিমার পরক্ষণই হওয়া। (বুখারি : ৭৩৪, মুসলিম : ৪১৪)

৪. তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় উভয় হাত কান পর্যন্ত উঠানো। (মুসলিম : ৩৯১)

৫. তাকবিরে তাহরিমার সময় হাতের তালু কেবলার দিকে রাখা। (মুজামুল আওসাত : ৭৮০১)

৬. হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় খোলা রাখা। (হাকেম : ৮৫৬)

৭. ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের ওপর রাখা। (নাসাঈ : ১১৮৬)

৮. ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও কনিষ্ঠা আঙ্গুলি দ্বারা বাম হাতের কব্জি চেপে ধরা। (তিরমিযি : ২৫২, শামী : ২/১৮৭)

৯. মাঝের তিন আঙ্গুলি বাম হাতের কব্জির ওপর বিছিয়ে রাখা। (ফতওয়ায়ে শামী : ২/১৮৭)

১০. নাভির নিচে হাত বাঁধা। (ইবনে আবী শাইবা : ৩৯৫৯,৩৯৩৯)

১১. সানা পড়া। (আবু দাউদ : ৭৭৬, তিরমিযি : ২৪২)

(খ) কেরাতের সুন্নত ৭টি

১. তাআওউয অর্থাৎ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম) পড়া। (সূরা নাহল : ৯৮, তিরমিযি : ২৪২)

২. তাসমিয়া অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম) পড়া। (নাসাঈ : ৯০৫)

৩. সূরা ফাতেহা পড়ার পর আস্তে আমীন বলা। (আবু দাউদ : ৭৭৯)

CamScanner

৪. ফজর ও যোহরে 'তেওয়ালে মুফাসসাল' অর্থাৎ সূরা হুজুরাত হতে সূরা বুরুজ পর্যন্ত, আসর ও ইশায় 'আওসাতে মুফাসসাল' অর্থাৎ সূরা তারেক হতে সূরা লাম ইয়াকুন পর্যন্ত এবং মাগরিবে 'কেসারে মুফাসসাল' অর্থাৎ সূরা যিলযাল হতে সূরা নাস পর্যন্ত কোনো সূরা পড়া। (নাসাঈ : ৯৮৩, মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ২৬৭৪)

৫. ফজরের প্রথম রাকাতকে দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা লম্বা করা। (মুসলিম : ৪৫১, মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ২৬৭৭)

৬. অতি ধীর গতিতে অথবা দ্রুত গতিতে না পড়া; বরং মধ্যম গতিতে পড়া। (সূরা মুযযাম্মিল : ৪, মুসলিম : ৭৩৩)

৭. ফরজ নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়া। (বুখারি : ৭৭৬)

(গ) রুকুর সুন্নত ৮টি

১. রুকুতে যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ তাকবির বলা। (বুখারি : ৭৮৯)

২. রুকুতে উভয় হাতের দ্বারা হাঁটু ধরা। (মুসলিম : ৫৩৫)

৩. হাঁটু ধরতে আঙ্গুলগুলো ফাঁকা রাখা। (ইবনে হিব্বান : ১৮৮৩)

৪. পায়ের গোছা সোজা রাখা। (ফাতহুল কাদীর : ১/৩০৩)

৫. রুকু অবস্থায় পিঠ বিছিয়ে বরাবর করে রাখা। (ইবনে মাজাহ : ৮৭২, আল মুজামুল কাবির : ৪০০)

৬. মাথা ও নিতম্ব এক বরাবর করে রাখা। (আবু দাউদ : ৭৩০)

৭. রুকুর মধ্যে কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمَ (সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম) পড়া। (মুসলিম : ৭৭২, আবু দাউদ : ৮৮৯)

৮. রুকু হতে মাথা উঠাবার সময় ইমাম سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه এবং মুক্তাদি رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে। এবং একা নামায আদায়কারী উভয়টিই বলবে। (বুখারি : ৭৩৩)

CamScanner

(ঘ) সেজদার সুন্নত ১২টি

১. সেজদায় যাওয়ার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ তাকবির বলা। (বুখারি : ৭৮৯)

২. সেজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে দুই হাঁটু জমিনে রাখা। (আবু দাউদ : ৮৩৮)

৩. তারপর উভয় হাত রাখা। (আবু দাউদ : ৮৩৮)

৪. তারপর নাক রাখা। (আবু দাউদ : ৮৩৮, আব্দুর রাজ্জাক : ২৯৬৩, হিন্দিয়া : ১/১৩২)

৫. তারপর কপাল রাখা। (আব্দুর রাজ্জাক : ২৯৬৩, হিন্দিয়া : ১/১৩২)

৬. দুই হাতের মাঝখানে সেজদা করা। (মুসলিম : ৪০১)

৭. সেজদা অবস্থায় পেট রান হতে উঠিয়ে রাখা। (মুসলিম : ৪৯৬)

৮. বগল বাজু হতে পৃথক রাখা। (মুসলিম : ৪৯৫)

৯. উভয় হাত কব্জি হতে কনুই পর্যন্ত জমিন থেকে উঠিয়ে রাখা। (বুখারি : ৮২২)

১০. সেজদার মধ্যে কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى (সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা) পড়া। (মুসলিম : ৩৯২, নাসাঈ : ৬৩৪)

১১. সেজদা হতে মাথা উঠাবার সময় اَللّٰهُ اَكْبَرُ তাকবির বলা।
(সহিহ বুখারি : ৭৮৫,৭৮৯)

১২. সেজদা হতে উঠাবার সময় প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর উভয় হাত, তারপর হাঁটু উঠানো এবং দুই সেজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসা। (মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ২৯৬৩)

(ঙ) বসার সুন্নত ১৩টি

১. বাম পা বিছিয়ে তার ওপর বসা। ডান পা খাড়া রাখা এবং পায়ের আঙ্গুলি কেবলার দিকে রাখা। (মুসলিম : ৪৯৮, নাসাঈ : ১১৫৮)

২. উভয় হাত রানের ওপর রাখা এবং আঙ্গুলের মাথা হাঁটুর বরাবর রাখা।
(আবু দাউদ : ৯৫৭, দুররে মুখতার : ২/২১৬)

CamScanner

৩. 'আত্তাহিয়্যাতু' এর মধ্যে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা' এর সময় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকৃতি বানিয়ে শাহাদত আঙ্গুলি উঠানো এবং 'ইল্লাল্লাহ' বলার সাথে সাথে ঝুকিয়ে দেয়া এবং গোলাকৃতিকে শেষ পর্যন্ত বাকি রাখা। (আবু দাউদ : ৯৫৭)

৪. আখেরি বৈঠকে দরুদ শরিফ পড়া। (বুখারি : ৩৩৭০)

৫. দরুদ শরিফের পর দোয়ায়ে মাসুরা পড়া। (বুখারি : ৮৩৪)

৬. দুই দিকে সালাম ফিরানো। (তিরমিযি : ২৯৫)

৭. প্রথমে ডান দিকে সালাম ফিরানো। (আবু দাউদ : ৯৯৬)

৮. সালামের সময় ইমামের মুক্তাদী, ফেরেশতা এবং নেক জিন্নাতের নিয়ত করা। (মুসলিম : ৪৩১, মারাকিল ফালাহ : ১০১)

৯. সালামের সময় মুক্তাদিগণ ইমামের ,ফেরেশতা ও নেক জিন্নাতের এবং ডান ও বামের মুক্তাদিদের নিয়ত করা। (মারাকিল ফালাহ : ১১০)

১০. একা নামাযি কেবল ফেরেশতাগণের নিয়ত করা। (মারাকিল ফালাহ : ১১০)

১১. মুক্তাদিগণ ইমামের সাথে সাথে সালাম ফিরানো। (বুখারি : ৮৩৮)

১২. প্রথম সালামের আওয়াজ দ্বিতীয় সালাম অপেক্ষা বুলন্দ করা।
(ইবনে আবী শাইবা : ৩০৬৯, হিন্দিয়া : ১/১৩৪)

১৩. মাসবুক ব্যক্তি ইমামের সালাম ফিরানো শেষ করার অপেক্ষা করা।
(মারাকিল ফালাহ : ১০২)

বি. দ্র. শুধু এসব বর্ণনা পড়ার দ্বারা সুন্নত তরিকায় উযু ও নামায পরিপূর্ণভাবে পড়া সম্ভব নয়। বরং কোনো হক্কানী আলেম থেকে চাক্ষুষভাবে দেখে নিবেন। আল্লাহ তায়ালা নবী আলাইহিস সালামকে হযরত জিবরাঈল আ. এর মাধ্যমে সকল বিষয় চাক্ষুষভাবে দেখিয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। (তিরমিযি : ১৮৯)

CamScanner

সালাম ফিরানোর সুন্নত তরিকা

চেহারা কেবলামুখি থাকাবস্থায় সালাম শুরু করে আস্তে আস্তে চেহারা ডানে ফিরাবে এবং দৃষ্টি কাঁধের ওপর রাখবে। প্রথম সালামের আওয়াজ দ্বিতীয় সালাম অপেক্ষা বুলন্দ করবে। এবং وَرَحْمَةُ اللهِ এর মধ্যে اَللهُ শব্দের লামকে এক আলিফের বেশি টানা নিষেধ।

(ইবনে আবী শাইবা : ৩০৭৯, তিরমিযি)

তাশাহুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُه وَرَسُوْلُه

উচ্চারণ : আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত্তায়্যিবাতু আস সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আস সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রসূলুহু।

(সহিহ বুখারি : ৮৩১)

দুরুদ শরিফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اَلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اَلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। (সহিহ বুখারি : ৩৩৭০)

দোয়ায়ে মাসুরা

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসিরাঁও ওয়ালা ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফির্লী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম। (সহিহ বুখারি : ৮৩৪)

দোয়ায়ে কুনুত

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্না নাসতায়িনুকা ওয়া নাসতাগফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা ওয়া নুসনী আলাইকাল খাইর, ওয়া নাশকুরুকা ওয়ালা নাকফুরুকা ওয়া নাখলাউ' ওয়া নাতরুকু মাঁইয়্যাফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া লাকা নুসল্লী ওয়া নাসজুদু ওয়া ইলাইকা নাস'আ, ওয়া নাহফিদু ওয়া নারজূ রাহমাতাকা, ওয়া নাখশা আযাবাকা, ইন্না আযাবাকা বিল কুফ্ফারি মুলহিক। (ইবনে আবী শাইবা : ২৯৭০৮,৭০৩১)

মহিলাদের নামাযের পার্থক্য

১. মহিলাগণ তাকবিরে তাহরিমা বলার সময় উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। (মুজামুল কাবীর : ১৭৪৯৭)

২. চাদর ইত্যাদির ভেতর হতে হাত বের করবে না। (শামী : ২/২১১)

CamScanner

৩. বুকের ওপর হাত বাঁধবে। (ইমদাদুল ফাত্তাহ : ২৬৩)

৪. মহিলাগণ শুধু ডান হাতের পাতা বাম হাতের পিঠের ওপর রাখবে, পুরুষদের মতো কব্জি ধরবে না এবং হালকা গোলাকৃতিও বানাবে না। (ইমদাদুল ফাত্তাহ : ২৬৩)

৫. রুকুর মধ্যে সামান্য ঝুঁকবে। (মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৫০৮৩)

৬. রুকুর মধ্যে উভয় হাতের আঙ্গুলগুলো মিলিয়ে হাঁটুর ওপর রাখবে। (ইমদাদুল ফাত্তাহ : ২৭২)

৭. রুকু অবস্থায় কনুই পাঁজরের সঙ্গে চাপিয়ে রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা : ২৭৯৪)

৮. রুকুর মধ্যে উভয় পা কেবলামুখী সোজা রাখবে। (ইবনে আবী শাইবা : ২৭৯৫)

৯. যথাসম্ভব চেপে এবং মাটির সাথে মিশে সেজদা করবে। (ইবনে আবী শাইবা : ২৭৯৭, ২৭৯৩)

১০. পেট রানের সাথে মিলিয়ে রাখবে। (মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক ৫০৮৫, ৫০৮২)

১১. উভয় বাজু পাঁজরের সাথে মিলিয়ে রাখবে। (মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৫০৮২)

১২. কনুই মাটির সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে। (বাইহাকী : ২২৮৫)

১৩. সেজদার মধ্যে হাত পায়ের আঙ্গুলসমূহ কেবলার দিকে রাখবে, কিন্তু পা খাড়া করবে না; বরং ডান দিকে বের করে দিবে। (শামী : ২/২১১)

১৪. বসার সময় বাম দিকে বসবে। (শামী : ২/২২১)

১৫. উভয় পা ডান দিকে বের করে রাখবে। (শামী : ২/২২১)

১৬. আত্তাহিয়্যাতু এবং অন্যান্য বসার মধ্যে হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে রাখবে। (শামী : ২/২২১)

দোয়া ও মুনাজাতের সুন্নত ও আদবসমূহ

দোয়ার সময় বসার আদব

১. কেবলামুখী হয়ে বসা। (বুখারি : ৩৯৬০,১০২৮, মুসলিম : ১৭৯৪)

২. হাঁটু গেড়ে বসা। (হিসনে হাসিন : ৩৮)

CamScanner

৩. আদব, তাওয়াযু ও বিনয়ের সাথে বসা। (হিসনে হাসিন : ৩৮)

৪. পাক-সাফ হয়ে বসা। (হিসনে হাসিন : ৩৮)

৫. উযুসহকারে বসা। (হিসনে হাসিন : ৩৮)

৬. দোয়ার সময় আসমানের দিকে নজর না উঠানো।
(মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৩২৬৩, ইয়াহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন : ১/৩১৩)

দোয়ার সময় হাত উঠানোর নিয়ম

১. সিনা বা কাঁধ বরাবর হাত উঠানো। (আব্দুর রাজ্জাক : ৩২৩৯)

২. উভয় হাতের তালু আসমানের দিকে রাখা মুস্তাহাব। (আবু দাউদ : ১৪৮৫)

৩. উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ কেবলামুখী রাখা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার : ২/২১৫)

৪. উভয় হাতের মাঝে সামান্যপরিমাণ ফাঁক রাখা মুস্তাহাব।
(দুররে মুখতার : ২/২১৫)

৫. হাতের আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে নয়, বরং সামান্য ফাঁক রাখা।
(ইয়াহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন : ১/৩২৩)

৬. দোয়া শেষে বরকতের জন্য মুখে হাত বুলিয়ে নেয়া।
(আবু দাউদ : ১৪৮৫, আব্দুর রাজ্জাক : ৩২৩৯)

দোয়া শুরু এবং শেষ করার বাক্যসমূহ

১. দোয়ার শুরু এবং শেষে আল্লাহর হামদ ও সানা বয়ান করা।
(তিরমিযি : ৩৪৭৬, ৩৪৭৭)

২. দোয়ার শুরু এবং শেষে দরুদ ও সালাম পড়া। (তিরমিযি : ৩৪৭৬, ৩৪৭৭)

এ দুটি আমলের জন্য নিম্নোক্ত বাক্য দিয়ে দোয়া শুরু করা যায়—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ

এবং শেষে নিম্নোক্ত বাক্য বলা যায়—

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

৩. 'আমীন' বলে দোয়া শেষ করা। (তিরমিযি : ৯৩৮)

এশরাকের নামাযের সুন্নত তরিকা

১. ফজরের নামায পড়ে সূর্য উঠার ১৫/২০ মিনিট পর পর্যন্ত নামাযের স্থানে বসে যিকির-আযকার করতে থাকবে। এরপর দুই বা চার রাকাত নফল নামায পড়বে। এই নামাযকে এশরাকের নামায বলা হয়। এই নামায পড়লে ইনশাআল্লাহ এক হজ ও এক ওমরার সওয়াব পাবে। এই নামায পড়ে মুরব্বিদের রূহের প্রতি তা বখশিয়ে দিলে তাদেরও এক হজ ও এক ওমরার সওয়াব মিলবে। (তিরমিযি : ৫৮৬)

২. যদি কোনো ব্যস্ততার কারণে নামাযের স্থানে বসে থাকা সম্ভব না হয়, তাহলে সুযোগ মতো অন্য জায়গায় এশরাক পড়ে নিবে।

৩. নামাযের পর হালাল রুজির সন্ধানের মশগুল হয়ে ওয়াক্ত মতো ফরজ নামাযগুলো আদায় করলে তার সমস্ত দিনই ইবাদতের মধ্যে গণ্য হবে এবং আল্লাহ তার সকল কাজের জিম্মাদার হয়ে যান। (তিরমিযি : ৪৭৫)

৪. আল্লাহ তাআলা যাকে সুযোগ দান করেন সে যেন দুপুরে সামান্য সময় হলেও সুন্নতের নিয়তে শুয়ে আরাম করে। তবে একেবারে ঘুমিয়ে যাওয়া আবশ্যক নয়। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানি রহ. বলেছেন, খেলাফে সুন্নত কোটি কোটি রাত ইবাদত করার চেয়ে দুপুরে সুন্নত আদায়ের জন্য সামান্য সময় বিশ্রাম করাই অতি উত্তম। (বুখারি : ৯৪০)

CamScanner

জুমআর দিনের বিশেষ ৬টি আমল

যেগুলোর ওপর আমল করলে প্রতি কদমে এক বছরের নফল রোযা এবং এক বছরের নফল নামায পড়ার সওয়াব হাসিল হয়।

যার সম্পর্কে হযরত মোল্লা আলী কারী রহ. 'মিরকাত শরহে মিশকাতে লিখেছেন, 'সহিহ হাদিসের দ্বারা এত বেশি ফযিলত অন্য কোনো আমলে পাওয়া যায় না।' এই হাদিস বর্ণনা করেছেন ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযি, ইমাম নাসায়ি, ইমাম ইবনে মাজাহ রহ.।

১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ সেরে গোসল করা।

২. তাড়াতাড়ি মসজিদে যাওয়া।

৩. মসজিদে পায়ে হেঁটে যাওয়া।

৪. ইমামের কাছাকাছি বসার চেষ্টা করা।

৫. অহেতুক কথাবার্তা কিংবা অন্য কিছু না করা।

৬. মনোযোগ সহকারে খুতবা শোনা। (আবু দাউদ : ৩৪৫, নাসাঈ : ১৩৮১, তিরমিযি : ৪৯৬, ইবনে মাজাহ : ১০৮৭, মিরকাত : ৩/৪৩৭)

জুমআর দিনের আরো কয়েকটি আমল

১. সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করা। (হাকেম : ৩৩৯২)

২. বেশি বেশি দরুদ শরিফ পড়া। (আল কওলুল বাদী : ৩৭৮)

৩. শুক্রবার বাদ আসর নামাযের জায়গায় বসে ৮০ বার এই দুরুদ শরিফ পড়বে—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিন নাবিয়্যিল উম্মিয়্যি ওয়া আলা আলিহি ওয়াসাল্লিম তাসলীমা।

এই দুরুদ শরিফের ফযিলত

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন আসরের নামাযের পর ওই জায়গায় বসা অবস্থায় ৮০ বার এই দরুদ শরিফ পাঠ করবে, তার ৮০ বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং ৮০ বছরের ইবাদতের সওয়াব তার আমলনামায় লেখা হবে। (আল কওলুল বাদী : ৩৮২)

খুতবার সুন্নত ও আদবসমূহ

১. খুতবার মধ্যে আল্লাহর শোকর করা। (মুসলিম : ৮৬৭)

২. আল্লাহর প্রশংসা করা। (মুসলিম : ৮৬৭)

৩. খুতবার মধ্যে তাওহিদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দেওয়া। (এমদাদুল ফাত্তাহ : ৫৩১)

৪. খুতবার মধ্যে রাসূলের ওপর দরুদ পাঠ করা। (বাইহাকী : ৫৮৬৬)

৫. খুতবার মধ্যে ওয়াজ নসিহত করা। (মুসলিম : ৮৬২)

৬. খুতবার মধ্যে দুই একটি আয়াত বা সূরা পাঠ করা। (মুসলিম : ৮৬২)

৭. দুই খুতবা পড়া। দ্বিতীয় খুতবায় উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর পুনরাবৃত্তি করা। (এমদাদুল ফাত্তাহ : ৫৩১)

৮. দ্বিতীয় খুতবায় সমস্ত মুসলমান নর-নারীর জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করা। (বাইহাকী : ৫৮৬৯, ৫৮৭০)

৯. খুতবা অত্যন্ত লম্বা না করা; বরং নামাযের চেয়ে কম রাখবে। (মুসলিম : ৮৭৯)

১০. সানি খুতবায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আওলাদ, বিবি সাহেবগণ ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের প্রতি বিশেষত খুলাফায়ে রাশেদিন এবং হযরত হামযা ও হযরত আব্বাস রাযি. এর জন্য দোয়া করা মুস্তাহাব। সমসাময়িক মুসলমান বাদশাহর জন্য দোয়া করা জায়েজ কিন্তু তার মিথ্যা প্রশংসা করা মাকরুহ তাহরিমি। (হাশিয়াতুত ত্বাহতাবি : ৫১৬)

CamScanner

খতিবের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সুন্নত

১. খতিব সাহেবের জন্য উযু গোসলের হাজত থেকে পবিত্র হয়ে নেয়া সুন্নত। (হিদায়া : ১/১৩৬)

২. খতিব সাহেব মিম্বরে উঠে কিছুক্ষণ বসবেন, তারপর দাঁড়িয়ে খুতবা দিবেন। (বাইহাকী : ৫৮৪৩)

৩. খতিবের জন্য প্রথম খুতবার শুরুতে শুধু আউযুবিল্লাহ... চুপে চুপে বলা সুন্নত। (শামী : ৩/২১)

৪. উপস্থিত মুসল্লিদের দিকে মুখ করে খুতবা দেয়া সুন্নত। খুতবার সময় ডানে বামে সিনা ঘুরিয়ে রুখ করা নিষিদ্ধ। তবে শুধু ডানে বামে নজর করা যায়। আর উৎসাহ-উদ্দীপক ও ভীতি সঞ্চারক বিষয়বস্তুর প্রেক্ষিতে আওয়াজ ও আন্দাজের মধ্যে পরিবর্তন জায়েজ, বরং সুন্নত। (বুখারি : ৯২১, মুসলিম : ৮৬৭)

৫. দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়া সুন্নত। (বুখারি : ৯২০)

৬. মিম্বরের ওপরে খুতবা দেয়া সুন্নত। (বুখারি : ৯১৭)

৭. লাঠি হাতে খুতবা দেয়া সুন্নত (গায়রে মুয়াক্কাদা) মিম্বর থাকলেও এটা সুন্নত। খুতবার বই হাতে থাকলে লাঠি বাম হাতে নেয়া উত্তম আর বই হাতে না থাকলে লাঠি ডান হাতে নেয়া উত্তম। তবে মাঝে মাঝে লাঠি না নেয়া উচিত, অন্যথায় বিদআত হয়ে যাবে। (আবু দাউদ : ১০৯৬)

৮. খতিবের জন্য মুখস্ত খুতবা দেয়া বা কিতাব কিংবা অন্য কিছু দেখে খুতবা পড়া সবই জায়েজ। (ফতওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ১২/৩৭৯)

৯. খতিবের জন্য দুই খুতবার মাঝে তিন আয়াত পড়া পরিমাণ সময় বসা সুন্নত। (বাইহাকী : ৫৮৪৩)

১০. লোক শুনতে পারে এমন আওয়াজে খুতবা পড়া সুন্নত। কাছের লোকে শুনতে পারে অন্তত এতটুকু জোরে বলা জরুরি। (বাইহাকী : ৫৯৪৯)

১১. খতিব খুতবার সময়েও নেক কাজের আদেশ এবং বদ কাজের নিষেধ করতে বা মাসআলার কথা বলতে পারেন বরং মুনকার দেখলে মুখেই নিষেধ করা তার ওপর ফরজ। (শামি : ২/১৫০)

CamScanner

১২.খতিবের জন্য খুতবার পূর্বে মেহরাবের মধ্যে নামায পড়া মাকরুহ। পড়তে হলে মিম্বরেরডান দিকে পড়বে। (শামি : ২/১৫০)

১৩. খতিবের জন্য নির্দিষ্ট বিষয়ে খুতবা দেয়া জরুরী নয়।

১৪. খতিব খুতবা এবং ইকামতের মাঝখানে প্রয়োজনে সংক্ষিপ্তভাবে কোনো মাসআলা বলতে পারেন।

১৫. খতিব খুতবার পূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে ওয়াজ নসিহত করতে পারেন, এটা জায়েজ বরং মুস্তাহাব, যদি মুসল্লিগণ চান। (হাকেম : ৩৬৭)

মাসআলা : যখন খতিব খুতবার জন্য দাঁড়াবেন তখন হতে খুতবার শেষ পর্যন্ত নামায পড়া বা কথাবার্তা বলা মাকরুহে তাহরিমি। অবশ্য যে ব্যক্তি সাহেবে তারতিব তার কাজা নামায পড়া জায়েজ, বরং ওয়াজিব।
(ইবনে আবী শাইবা : ৫২১৮)

মাসআলা : খুতবা শুরু হলে দূরের বা নিকটের উপস্থিত সকলের তা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করা ওয়াজিব এবং কোনো কাজ বা কথা এবং ইশারা, ইঙ্গিত যার দ্বারা খুতবা শোনার ব্যাঘাত ঘটে, তা মাকরুহ তাহরিমি। (বুখারি : ৯৩৪, মুসনাদে আহমাদ : ৭১৯)

মাসআলা : সুন্নত বা নফল নামায পড়াকালীন যদি খুতবা শুরু হয়ে যায়, তাহলে সুন্নতে মুয়াক্কাদা হলে ছোট সূরা দ্বারা পুরা করে নিবে, আর নফল হলে দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরাবে।

সালাতুস তাসবিহ

■ চার রাকাত নফল নামায যার প্রত্যেক রাকাতে سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرْ ৭৫ বার এবং সর্বমোট ৪ রাকাতে ৩০০ বার এই তাসবিহ পাঠ করা হয়। এই নামাযকে সালাতুস তাসবিহ বলে। এই নামায দ্বারা জীবনের ছোট-বড়, নতুন-পুরাতন, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত, গোপন-প্রকাশ্য—সব রকমের পাপ আল্লাহ মাফ করে দেন। রাসূলুল্লাহ

CamScanner

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা হযরত আব্বাস রাযি. কে বলেছিলেন, চাচা পারলে প্রতিদিন এই নামায পড়ুন, তা না পারলে প্রতি সপ্তাহে পড়ুন, তা না পারলে প্রতি মাসে, তাও না পারলে প্রতি বছরে, না হয় অন্তত জীবনে একবার হলেও এই নামায পড়ুন। (আবু দাউদ : ১২৯৯)

■ চার রাকাত সালাতুস তাসবিহ নফল নামাযের নিয়ত করে যথারীতি সূরা ফাতেহার পর সূরা-কেরাত পাঠ করে তারপর দাঁড়ানো অবস্থাতেই উক্ত তাসবিহ ১৫ বার পড়বে। তারপর রুকুতে গিয়ে রুকুর তাসবিহ পড়ার পর উক্ত তাসবিহ ১০ বার, তারপর রুকু থেকে উঠে 'রাব্বানা লাকাল হামদ...' বলার পর উক্ত তাসবিহ ১০ বার, প্রথম সেজদায় ১০ বার তাসবিহ পড়ার পর সেজদা থেকে উঠে দুই সেজদার মাঝখানে বসে ১০ বার পড়বে। তারপর দ্বিতীয় অনুরূপ ১০ বার, তারপর দ্বিতীয় সেজদা থেকে উঠে বসে ১০ বার পড়বে। এই হলো ১ রাকাতে ৭৫ বার। এরপর (আল্লাহু আকবার বলা ব্যতীতই) দ্বিতীয় রাকাতের জন্য উঠবে এবং এইরূপে দ্বিতীয় রাকাতও পড়বে। যখন দ্বিতীয় তাশাহুদ পড়ার জন্য বসবে, তখন আগে উক্ত তাসবিহ ১০ বার পড়বে, তারপর তাশাহুদ পড়বে। তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে তৃতীয় রাকাতের জন্য উঠবে। তারপর তৃতীয় রাকাত ও চতুর্থ রাকাতেও উক্ত নিয়মে তাসবিহ পাঠ করবে। কোনো এক স্থানে উক্ত তাসবিহ পড়তে সম্পূর্ণ ভুলে গেলে বা ভুলে নির্দিষ্ট সংখ্যার চেয়ে কম পড়লে পরবর্তী যে রুকনেই স্মরণ আসুক সেখানে তথাকার সংখ্যার সাথে এই ভুলে যাওয়া সংখ্যাগুলো আদায় করে নিবে। আর এই নামাযে কোনো কারণে সেজদায়ে সাহু ওয়াজিব হলে সেই সেজদা এবং তার মধ্যকার বৈঠকে উক্ত তাসবিহ পাঠ করতে হবে না। তাসবিহের সংখ্যা স্মরণ রাখার জন্য আঙ্গুলের কর গণনা করা যাবে না, তবে আঙ্গুল চেপে স্মরণ রাখা যেতে পারে। (শামী : ২/৪৭১)

বি. দ্র. সালাতুস তাসবিহ পড়ার আরো একটি নিয়ম রয়েছে। তবে উপর্যুক্ত নিয়মটি উত্তম।

CamScanner

ইতেকাফের সুন্নত ও আদবসমূহ

■ রমযানের শেষ দশকে ইতেকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদায়ে কেফায়া। অর্থাৎ বড় গ্রাম বা শহরের প্রত্যেকটা মহল্লা এবং ছোট গ্রামের পূর্ণ বসতিতে একজন ইতেকাফ করলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে—আর কেউই না করলে সকলেই সুন্নত তরকের জন্য দায়ী হবে।

(মুসলিম : ১১৭১, দুররে মুখতার : ৩/৪৩০)

■ রমযানের ২০ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব থেকে ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখা পর্যন্ত ইতেকাফের সময়।

ইতেকাফের মুস্তাহাব আদবসমূহ

১. ইতেকাফের জন্য সর্বোত্তম মসজিদ নির্বাচন করবে। সর্বোত্তম মসজিদ হলো মসজিদুল হারাম। তারপর মসজিদে নববী, তারপর বাইতুল মুকাদ্দাস। তারপর যে জামে মসজিদে জামাতের এন্তেজাম রয়েছে, তারপর মহল্লার মসজিদ, তারপর যে মসজিদে বড় জামাত হয়।

(ফতওয়ায়ে শামী : ৩/৪২৯)

২. নেক কথা ব্যতীত অন্য কথা না বলা। (হিদায়া : ১/২১০)

৩. বেকার বসে না থেকে নফল নামায, তেলাওয়াত, তাসবিহ তাহলিলে মশগুল থাকা উত্তম। (আবু দাউদ : ২৮৭৫)

৪. ইতেকাফে খাস কোনো ইবাদত শর্ত নয়, যে কোনো নফল নামায, যিকির আযকার, তেলাওয়াত, দ্বীনি কিতাব পড়া-পড়ানো বা যে ইবাদত মনে চায়, করতে পারবে। (দুররে মুখতার : ৩/৪৪২)

৫. মহিলাদের জন্য মসজিদে ইতেকাফ করা মাকরুহে তাহরিমি। তারা ঘরে ইতেকাফ করবে। স্বামী উপস্থিত থাকলে ইতেকাফের জন্য স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। স্বামীর খেদমতের প্রয়োজন থাকলে ইতেকাফে বসবে না। শিশুর যত্ন ও যুবতী কন্যার প্রতি খেয়াল রাখার প্রয়োজনীয়তা থাকলে ইতেকাফে না বসাই সমীচীন। মহিলাগণ নির্দিষ্ট কোনো কামরায় বা ঘরের কোণে এক স্থানে পর্দা ঘিরে ইতেকাফে

বসবেন। মহিলাদের জন্য ইতেকাফের অন্যান্য মাসায়েল পুরুষদের মতোই। (ফতওয়ায়ে শামী : ৩/৪২৯)

দুই ঈদের সুন্নতসমূহ

ঈদুল ফিতরের দিন ১৩টি সুন্নত

১. ভোরে খুব তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠা। (মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৫৭৬২)

২. মিসওয়াক করা। (মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৫৭৬২)

৩. গোসল করা। (মুয়াত্তা মালেক : ৪২৯)

৪. যথাসাধ্য উত্তম পোশাক পরিধান করা। (বাইহাকী : ৬২২৯)

৫. শরিয়তসম্মত সাজসজ্জা করা। (মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৫৮৭৪)

৬. খুশবু লাগানো। (মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৫৭৬৮, ৫৭৬৯)

৭. ঈদগাহ যাওয়ার পূর্বে কোনো মিষ্টিদ্রব্য খেয়ে নেয়া। (বুখারি : ৯৫৩)

৮. আগে আগে ঈদগাহে যাওয়া। (আবু দাউদ : ১১৫৮, বাইহাকী : ৬২৪৩)

৯. ঈদগাহ যাওয়ার পূর্বে সদকায়ে ফিতির (ফেতরা) না দিয়ে থাকলে দিয়ে যাওয়া। (বুখারি : ১৫০৯)

১০. ঈদগাহে গিয়ে ঈদের নামায পড়া। বিনা ওযরে ঈদের নামায মসজিদে না পড়া। (বুখারি : ৯৫৬)

১১. পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া। (তিরমিযি : ৫৩০, বাইহাকী : ৬২৩৭)

১২. যাওয়ার সময় এই তাকবির আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে যাওয়া—

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(সূরা আ'রাফ : ২০৫, মারাকিল ফালাহ : ১৯৭)

১৩. এক রাস্তায় যাওয়া, অন্য রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করা। (বুখারি : ৯৮৬)

ঈদুল আযহার সুন্নত

■ ঈদুল আযহার দিনও উপর্যুক্ত বিষয়গুলো সুন্নত। পার্থক্য হলো—

১. ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু না খাওয়া।
(কিতাবুল আসার : ২/২৪৯)

২. ঈদুল আযহায় ঈদগাহে যাওয়ার সময় উপর্যুক্ত তাকবির আস্তে আস্তে নয়, বরং জোরে বলা। (বাইহাকী : ৬২২২)

৩. ঈদুল ফিতরের তুলনায় ঈদুল আযহার নামায সকাল সকাল পড়া।
(বাইহাকী : ৬২৪২)

৪. ঈদুল আযহায় ফিতরার বিধান নেই, বরং এখানে নামাযের পর কুরবানি রয়েছে। (বুখারি : ৫৬৬২)

রোগী দেখার সুন্নত ও আদবসমূহ

১. শুশ্রুষা করার জন্য প্রতিদিন যাবে না, দুই একদিন বিরতি দিয়ে দিয়ে যাবে। রোগীর সাথে শুশ্রুষাকারীর সম্পর্কের ভিত্তিতে এর মধ্যে তারতম্য হবে। (ইয়াহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন : ২/২০৯)

২. খুব জাঁকজমক পোশাক বা ছেঁড়াফাটা ও নোংরা পোশাক পরে শুশ্রæষা করতে যাবে না, বরং স্বাভাবিক পরিষ্কার পোশাক পরিধান করে যাবে।

৩. দিনে রাতে সব সময় শুশ্রুষার জন্য গমন করা যায়। (বাইহাকী : ৩৪৮)

৪. রোগীর সাথে সম্পর্কের ভিত্তিতে তার হাটুর পাশে কিংবা মাথার দিকে বসবে। (আমলুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলি : ৫১)

৫. রোগীর নিকট দীর্ঘ সময় থাকবে না, রোগীর যাতে কষ্ট না হয় তাড়াতাড়ি চলে আসা সুন্নত। (ইয়াহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন : ২/২০৯)

৬. রোগীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে না; বরং কোমল দৃষ্টিতে তাকাবে।
(ইয়াহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন : ২/২০৮)

৭. হাসিমুখে থাকবে, চেহারা মলিন করবে না। (ইয়াহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন : ২/২০৮)

CamScanner

৮. রোগী অচিরেই রোগমুক্ত হয়ে যাবে, সে দীর্ঘজীবী হবে—ইত্যাদি আশাব্যঞ্জক কথা রোগীকে শুনাবে। কোনো হতাশাব্যঞ্জক কথা তাকে শুনাবে না। (মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ২০৪৭৭)

৯. রোগীর কপাল বা হাতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করবে, সে কেমন আছে? (বাইহাকী : ৩৫১)

১০. রোগীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলবে— لَا بَأْسَ طُهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ অর্থাৎ কোনো অসুবিধা নেই, আল্লাহ চাহে তো অচিরেই পবিত্রতা (সুস্থতা) লাভ হবে। (বুখারি : ৫৬৬২)

১১. রোগীর রোগমুক্তির জন্য দোয়া করা সুন্নত। (বুখারি : ৫৭৫০, এহইয়ায়ে উলূমুদ্দীন : ২/২০৮)

১২. রোগীর কাছে থেকে তার রোগমুক্তির জন্য সাতবার দোয়া পড়বে—

اَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ

অর্থ : মহান আরশের মালিক আল্লাহর কাছে তোমার রোগমুক্তি কামনা করছি। (মুসনাদে আহমাদ : ২১৩৭)

১৩. শুশ্রূষাকারী তার জন্য রোগীকে দোয়া করতে বলবে। কেননা, রোগীর দোয়া কবুল হয়। (ইবনে মাজাহ : ১৪৪১)

১৪. রোগী কিছু খেতে চাইলে এবং সেটা তার জন্য ক্ষতিকর না হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দিতে বলেছেন। তবে রোগীকে কোনো কিছু খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করা ঠিক নয়। (ইবনে মাজাহ : ১৪৩৯)

১৫. রোগীকে তার ব্যথার স্থানে হাত রেখে নিম্নোক্ত দোয়া সাতবার পড়তে উৎসাহিত করবে—

اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِه مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

অর্থ : আল্লাহর মাহাত্ম ও কুদরতের কাছে পানাহ চাচ্ছি, যে কষ্টে আমি আছি তার অনিষ্ট থেকে এবং যার ভয় আমি পাচ্ছি তার অনিষ্ট থেকে। (তিরমিযি : ২০৮০, ইবনে মাজাহ : ৩৫২২)

CamScanner

হজের সুন্নত

১. হজে এফরাদকারীদের জন্য বাইতুল্লাহয় প্রবেশ করে তাওয়াফ করা। এটাকে 'তাওয়াফে কুদুম' বলে। (বুখারি : ১৫৩৬)

২. হজে কেরানকারীদের ক্ষেত্রে মীকাতের বাইরে থেকে মক্কায় প্রবেশকারীদের জন্য উমরার পর তাওয়াফে কুদুম করা।
(এরশাদুস সারী মোল্লা আলী কারী রহ. : ১৫৬)

৩. ৮ই জিলহজ যোহর থেকে ৯ই জিলহজ ফজর পর্যন্ত পাঁচওয়াক্ত নামায মিনায় থেকে আদায় করা। (এরশাদুস সারী মোল্লা আলী কারী রহ. : ১৫৬)

এহরামের সুন্নত

১. এহরামের নিয়তে গোসল করা। (তিরমিযি : ৮৩০)

২. সুগন্ধি লাগানো। (বুখারি :১৫৩৯, মুসলিম : ১১৮৯)

৩. দুই রাকাত নামায পড়া। মুয়াত্তা (মুয়াত্তা মালেক : ৩)

৪. ৩বার তালবিয়া পড়া। (এরশাদুস সারী মোল্লা আলী কারী রহ. : ১০২)

৫. তালবিয়া জোর আওয়াজে পড়া (পুরুষের জন্য)। তালবিয়া হলো এই—

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ

(তিরমিযি : ৮২৯, এরশাদুস সারী মোল্লা আলী কারী রহ. : ১০২)

তাওয়াফের সুন্নত

যে তাওয়াফের পরে সায়ী আছে, সেই তাওয়াফে—

১. এজতেবা করা (চাদরের ডান অংশকে ডান বগলের নিচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের ওপর রাখাকে এজতেবা বলে।) (তিরমিযি : ৮৫৯)

২. কাউকে কষ্ট না দিয়ে সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদ চুমু দেওয়া। (অন্যথায় ইশারার মাধ্যমে আদায় করবে।) (মুসলিম : ১২৭০, ১২৭২)

৩. যেই তাওয়াফের পর সায়ী আছে, সেই তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা (বীরের মতো বুক ফুলিয়ে কাঁধ হেলিয়ে দ্রুতগতিতে হাঁটাকে রমল বলে।) (নাসাঈ : ২৯৪৪)

৪. তাওয়াফ শেষে মুলতাযামকে আকড়ে ধরে চেহারা এবং বুক দেয়ালে লাগিয়ে দু'হাত তুলে মিনতি করে দোয়া করা। (হাজরে আসওয়াদ ও কাবাঘরের দরজার মধ্যবর্তী স্থানকে মুলতাযাম বলে।) (আবু দাউদ : ১৮৯৯)

৫. সালাতুত তাওয়াফ, তাওয়াফ শেষ হওয়ার সাথে সাথে পড়ে নেওয়া। (বুখারি : ১৬৫)

বি. দ্র : এজতেবা ও রমল শুধু পুরুষের জন্য।

সায়ীর সুন্নত

১. তাওয়াফের পর বিলম্ব না করেই সায়ী করা। (বুখারি : ২৯৪১)

২. সাফা পাহাড়ের এতটুকু উপরে উঠা, যেন বাবুস সাফা দিয়ে কাবা শরিফ দেখা যায়। (মুসলিম : ১২১৮)

৩. সাফা-মারওয়ার মধ্যখানে সবুজ দুই স্তম্ভ দ্বারা নির্ধারিত স্থানে কিছুটা দ্রুত চলা (পুরুষের জন্য)। (মুসলিম : ১২১৮, ফাতহুল মুলহীম : ৬/৩৫৫)

৪.মহিলাদের জন্য মাসিক হতে পবিত্র অবস্থায় সায়ী করা। (এরশাদুস সারী মোল্লা আলী ক্বারী রহ. : ১৯৮)

আকীকার মাসায়েল

১. আকীকা করা সুন্নত। (আবু দাউদ : ২৮৪১, নাসাঈ : ৪২১৯)

২. ছেলে বা মেয়ের জন্মের পর সপ্তম দিবসে আকীকা করা মুস্তাহাব। সপ্তম দিবসে করতে না পারলে যখনই করুক না কেন, যে বারে সন্তান জন্ম নিয়েছে তার আগের দিন করবে। যেমন, শনিবার সন্তান হয়ে থাকলে

CamScanner

শুক্রবার আকীকা করবে, তাহলে এক রকম সপ্তাহ দিবসে আকীকা করা হবে; এটাই উত্তম। এছাড়াও যে কোনো দিন ইচ্ছা করা যায়। (তিরমিযি : ১৫২২)

৩. সন্তান বালেগ হওয়ার পরও তার আকীকা করা দুরস্ত আছে, তবে মৃত্যুর পর আকীকা নেই। (ফয়যুল বারী : ৪/৩৩৭)

৪. আকীকা করার দ্বারা সন্তানের বালা-মসিবত দূর হয় এবং যাবতীয় বিপদাপদ থেকে নিরাপদ থাকে। (আবু দাউদ : ২৮৩৭)

৫. ছেলে হলে আকীকায় দুইটি বকরি বা ভেড়া উত্তম। আর মেয়ে হলে একটি বকরি বা ভেড়া। কিংবা কুরবানির গরু ইত্যাদি বড় পশুর মধ্যে ছেলে জন্য দুই অংশ নেয়া উত্তম আর মেয়ের জন্য এক অংশ। ছেলের পক্ষ থেকে একটি বকরি বা কুরবানির এক অংশ দ্বারা আকীকা করলেও চলবে। আর আকীকা না করলেও কোনো দোষ নেই। তবে আকীকা করা সুন্নত। (আবু দাউদ : ২৮৩৪)

৬. যে জন্তু দ্বারা কুরবানি দুরস্ত, তার দ্বারাই আকীকা দুরস্ত।

৭. সন্তানের মাথা মুণ্ডানোর জন্য মাথায় খুর বা ব্লেড রাখার সাথে সাথে আকীকার পশু জবেহ করতে হবে—এরূপ ধারণা ভুল, এটা ভুল প্রচলন বা কুসংস্কার। (কিতাবুন নাওয়াযেল)

৮. আকীকার প্রাণী জবেহ করার সময় (জবাইয়ে পূর্বে) এই দোয়া পড়বে—

اللّٰهُمَّ هٰذِهِ عَقِيْقَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَتَقَبَّلْهُ

(অর্থাৎ হে আল্লাহ, এই আকীকা অমুকের সন্তান অমুকের, তুমি তা কবুল করো।) (ইবনে আবী শাইবা : ২৪৭৫৩, ২৪৭৫৪)

প্রথম فُلَانِ শব্দের স্থলে সন্তানের নাম বলবে আর فُلَانٍ শব্দের স্থলে তার পিতার নাম বলবে। তার পিতা নিজে জবেহ করলে বলবে—এটা আমার অমুক সন্তানের আকীকা।

CamScanner

৯. আকীকার গোশত মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানীসহ সকলেই ভক্ষণ করতে পারে। (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া : ৬/৪৩৫)

১০. আকীকার গোশত কাঁচা ভাগ করে দেয়া বা রান্না করে ভাগড় করে দেয়া বা দাওয়াত করে খাওয়ানো সবই দুরস্ত আছে। (শামী : ৯/৪৮৫)

কোনো কোনো ফকিহ বলেছেন, আকীকার পশুর চামড়া বিক্রি করলে তার মূল্য দান করে দেয়া উচিত। যদিও এ ব্যাপারে কুরবানির চামড়ার অর্থের মতো অতটা কড়াকড়ি বিধান নেই।

বিবাহের সুন্নত

১.বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখে নেওয়া। (মুসলিম : ১৪২৪, তিরমিযি : ১০৮৭)

২. এলান (প্রচার) করে আকদ করা। (তিরমিযি : ১০৮৮, ১০৮৯)

৩. বিবাহের খুতবা ইজাব কবুলের আগে হওয়া। (তিরমিযি : ১০৮৮, ১০৮৯)

৪. বাসর ঘরে প্রবেশ করে নববধূসহ দুই রাকাত নামায আদায় করে স্ত্রীর কপালের উপরস্থিত চুল ধরে বিসমিল্লাহ বলে এই দোয়া পড়বে—

اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَّتْ عَلَيْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَّتْ عَلَيْهِ

(আবু দাউদ : ২১৬০)

৫. ওলিমা করা। (বুখারি : ৫১৬৭)

খাওয়ার সুন্নত

১. দুই হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা। (ইবনে মাজাহ : ৩২৬০, শরহে আবু দাউদ : ১৫/৩৩৫)

২. দস্তরখান বিছিয়ে বসা। (বুখারি : ৫৩৮৬, ৫৩৮৯)

৩. بِسْمِ اللّٰهِ وَبَرَكَتِ اللّٰهِ — 'বিসমিল্লাহি ওয়া বারাকাতিল্লাহ' বলে খানা শুরু করা। (মুস্তাদরাকে হাকিম : ৭২৩৬)

৪. ডান হাতে খাওয়া। (মুসলিম : ২০২০)

৫. তিন আঙ্গুলের দ্বারা খাওয়া। প্রয়োজনে তিনের অধিক ব্যবহার করা যায়। (মুসলিম : ২০৩২)

৬. খানা এক ধরনের হলে নিজের সম্মুখ হতে খাওয়া। (মুসলিম : ২০২২)

৭. খানার বর্তন, পেয়ালা ইত্যাদি সাফ করে খাওয়া এবং আঙ্গুল ভালো করে চেটে খাওয়া। (মুসলিম : ২০২৩)

৮. খাদ্যদ্রব্য পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খাওয়া। (মুসলিম : ২০৩৪)

৯. হেলান দিয়ে না খাওয়া। (বুখারি : ৫৩৯৮, ৫৩৯৯)

১০. খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কোনো দোষত্রুটি না লাগানো। (বুখারি : ৫৪০৯)

১১. খানা শেষ হলে এই দোয়া পড়া—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ

(আবু দাউদ : ৩২৮৫, তিরমিযি : ৩৪৬৬)

১২. আগে দস্তরখান উঠানো তারপর নিজে উঠা।

১৩. দস্তরখান উঠানোর দোয়া পড়া—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنِي عَنْهُ رَبَّنَا

উচ্চারণ : আলহামদুলিল্লাহি হামদান কাসিরান তায়্যিবান মুবারাকান ফীহি গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়ালা মুয়াদ্দাইন ওয়ালা মুসতাগনিন আনহু রাব্বানা।

(ইবনে হিব্বান : ৫২২৫)

১৪. খানার পর দুই হাত ধৌত করা। (ইবনে মাজাহ : ৩২৬০, শরহে আবু দাউদ : ১৫/৩৩৫)

১৫. কুলি করা। (বুখারি : ৫৪৫৫)

১৬. কারো নিকট ইফতার করলে কিংবা দাওয়াত খেলে, খানা শেষ করে এই দোয়া পড়া—

أَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ وَأَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ –

উচ্চারণ : আকালা তআমাকুমুল আবরার ওয়া সাল্লাত আলাইকুমুল মালায়িকা ওয়া আফতারা ইনদাকুমুস সায়িমূন। (মুসনাদে আহমাদে : ১২৪০৬)

ঘুমানোর সুন্নত

১. ইশার নামাযের পর বিলম্ব না করে কোনোরূপ দুনিয়াবি কথাবার্তা বা দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত না হয়ে যথাসম্ভব শীঘ্রই ঘুমানোর প্রস্তুতি নেয়া। (তিরমিযি : ১৬৮)

২. উযু অবস্থায় শোয়া। (বুখারি : ৬৩১১)

৩. শোয়ার পূর্বে তিনবার বিছানা ঝেড়ে নেওয়া। (বুখারি : ৬৩৯৩)

৪. শোয়ার পূর্বে উভয় চোখে তিনবার সুরমা লাগানো। (তিরমিযি : ১৭৫৭)

৫. কালিমা তাইয়্যেবা পড়া।

৬. তাসবিহে ফাতেমি (সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার, আলহামদুলিল্লাহ ৩৩ বার, আল্লাহু আকবার ৩৪ বার) পড়া। (তিরমিযি : ৩৪০৮)

৭. তিন কুল তথা সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস তিনবার করে পাঠ করে উভয় হাতে দম করে সমস্ত শরীরে তিনবার হাত বুলানো। (বুখারি : ৬৩১৯, আযকার : ৮৬)

৮. সূরা মূলক ও সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা তেলাওয়াত করা। (আদাবুল মুফরাদ : ১২০৯)

৯. ডান হাত গালের নিচে রেখে ডান কাতে শোয়া। (বুখারি : ৬৩১৪, ৬৩১৫)

CamScanner

১০. নিম্নের দোয়া পড়া—

بِاسْمِكَ رَبِّيْ وَضَعْتُ جَنْبِيْ وَبِكَ اَرْفَعُه اِنْ اَمْسَكْتَ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلَهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِه عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ –

উচ্চারণ : বিসমিকা রাব্বী ওয়াযাতু জাম্বি ওয়া বিকা আরফাউহু ইন আমসাকতা নাফসি ফাগফিরলাহা ওয়া ইন আরসালতা ফাহফাযহা বিমা তাহফাযু বিহি ইবাদাকাস সালিহীন। (বুখারি : ৭৩৯৩, আবু দাউদ : ৫০৪৮)

১১. শোয়ার পর ঘুম না আসলে এই দোয়া পড়া—

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِه وَعِقَابِه وَشَرِّ عِبَادِه وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَاَنْ يَّحْضُرُوْنَ

(আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা : ৭৫০)

১২. কোনোরূপ দুঃস্বপ্ন দেখলে নিম্নের দোয়া পড়ে বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করা এবং এই দোয়া তিনবার পড়া—

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَشَرِّ هَذَا الرُّؤْيَا

উচ্চারণ : আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানি ওয়া শাররি হাজিহির রু'ইয়া।
(আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা : ৭৬৯)

বাতি নেভানোর প্রসঙ্গ

রাতে ঘুমানোর পূর্বে বাতি ও চুলার আগুন নিভিয়ে দিবে। কেননা এর কারণে বিরাট দূর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। এই হুকুমসমূহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। মোমবাতি ও কুপির বাতির মুখে ফুঁক দিয়ে নিভানো নিরাপদ। (মুসলিম : ২০১২)

ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার সুন্নত তরিকা

১. ঘুম হতে উঠে তিনবার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ) বলে উভয় হাতের তালু দ্বারা চক্ষু মলবে। (বুখারি : ১৮৩)

২. ঘুম হতে উঠে কালিমায়ে তায়্যিবা পড়া। (তিরমিযি : ৩৪১৪)

৩. ঘুম হতে উঠে এই দোয়া পড়বে—

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ عَلَىَّ رُوْحِىْ وَلَمْ يُمْسِكْهَا فِىْ مَنَامِىْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَمَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرِ

উচ্চারণ : আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি রদ্দা আলাইয়্যা রুহী ওয়া লাম ইয়ুমসিকহা ফি মানামী, আলহামদু লিল্লাহিল্লাযি আহইয়ানা বা'দামা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর। (আমালুল ইয়ওমি ওয়াল লাইলা : ৮, ৯)

৪. জাগ্রত হওয়ার পর 'বিসমিল্লাহ' বলে দরজা খুলে বাম পা দিয়ে ঘর হতে বের হওয়ার সময় এই দোয়া পড়বে—

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। । (তিরমিযি : ৩৪২৬)

৫. এরপর উভয় হাত তিনবার কব্জি পর্যন্ত ধৌত করে পরবর্তী কাজ করবে। যেমন, পানি উঠানো, এস্তেঞ্জা করা, মিসওয়াক করা, উযু করা ইত্যাদি। (বুখারি : ১৬২, আবু দাউদ : ১০৫)

৬. এরপর ফজরের নামাযের জন্য ঘর হতে মসজিদে যাওয়ার পথে এই দোয়া পড়বে—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِىْ قَلْبِىْ نُوْرًا وَفِىْ لِسَانِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَصَرِىْ نُوْرًا وَفِىْ سَمْعِىْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِىْ نُوْرًا وَشِمَالِىْ نُوْرًا وَخَلْفِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِىْ نُوْرًا وَفِىْ عَصَبِىْ نُوْرًا وَفِىْ لَحْمِىْ نُوْرًا وَفِىْ دَمِىْ نُوْرًا وَفِىْ شَعْرِىْ نُوْرًا وَفِىْ بَشَرِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِىْ نَفْسِىْ نُوْرًا وَاعْظِمْ لِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْنِىْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ فَوْقِىْ نُوْرًا ـ (بخارى : ٦٣١٦ واذكار مسنونه)

তেলাওয়াতের বিশেষ তিনটি ফায়দা

১. কুরআন পাক তেলাওয়াত করলে দিলের জং দূর হয় এবং দিল পরিষ্কার হয়। (শু'আবুল ঈমান : ১৮৫৯)

২. কুরআন পাক তেলাওয়াত করলে আল্লাহ তাআলার মহব্বত বৃদ্ধি পায় এবং তার নৈকট্য লাভ হয়। (তিরমিযি : ২৯১১)

৩. কুরআন পাক তেলাওয়াত করলে প্রত্যেক হরফে কমপক্ষে দশটি করে নেকি পাওয়া যায়। চাই সে বুঝে পড়–ক অথবা না বুঝে পড়–ক। যারা বলে যে, না বুঝে পড়লে কোনো ফায়দা নেই, তাদের কথা ঠিক নয়।
(তিরমিযি : ২৯১০)

তেলাওয়াতের বিশেষ দুইটি আদব

১. তেলাওয়াতকারী দিলে দিলে এই খেয়াল করবে যে, আল্লাহ তাআলা বলতেছেন—শোনাও! তুমি কেমন পড়তে পারো, আমি শুনি।
(মুসনাদে আহমাদ : ২৩৯৪৭, ২৩৯৫৬)

২. শ্রোতাগণ দিলে দিলে এই খেয়াল করবে যে, এখানে আল্লাহ তাআলার শাহী কালাম তেলাওয়াত করা হচ্ছে। তাই খুব আজমত ও মহব্বতের সাথে শুনি। (সূরা আ'রাফ : ২০৪)

বিশেষ তিনটি সুন্নত

যেগুলোর ওপর আমল করলে অধিকাংশ সুন্নতের ওপর আমল করা সহজ হয়—

১. বেশি বেশি সালাম দেওয়া এবং আগে সালাম দেওয়ার চেষ্টা করা। اَلسَّلَامُ -এর হামযা এবং মীমের পেশকে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করা।
(মুসলিম : ৫৪)

২. প্রত্যেক ভালো কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা এবং প্রত্যেক ভালো জায়গায় ডান দিককে আগে বাড়ানো। যেমন, পোশাক পরিধানকালে ডান হাত বা ডান পা আগে ঢুকানো। এবং মসজিদে ও ঘরে প্রবেশ

করতে ডান পা আগে ঢুকানো ইত্যাদি। প্রত্যেক তুলনামূলক নিম্নমানের কাজ বাম দিক থেকে শুরু করা। এবং প্রত্যেক নিম্নমানের জায়গায় বাম দিককে আগে বাড়ানো। যেমন, পোশাক খোলার সময় বাম হাত বা বাম পা আগে খোলা। মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এবং পায়খানায় প্রবেশের সময় বাম পা আগে রাখা।

(আবু দাউদ : ৩২, মুসনাদে আহমাদ : ২৬৪৬৪)

৩. বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা। উত্তম হলো, উপরে উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার', নিচে নামার সময় 'সুবহানাল্লাহ' এবং সমতল ভূমিতে চলার সময় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কিংবা যে কোনো যিকিরে মশগুল থাকা। (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা : ৫৪৬)

সফর সম্পর্কিত সুন্নত

সফরে রওনা হওয়ার পূর্বে ২ রাকাত নফল নামায পড়া এবং সফর হতে ফিরে আসার পর ২ রাকাত নফল নামায পড়া মুস্তাহাব।

(বুখারি : ৩০৮৮, আযকার : ১৮৯)

সফরে রওনা হয়ে এই দোয়া পড়বে—

اللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا هَذَا السَّفَرَ وَاطْوِعَنَّا بُعْدَه اللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةِ وَفِي الْاَهْلِ اللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَاعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَأْبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْوَلَدِ

অর্থ : হে আল্লাহ, আমাদের ওপর এই সফরকে সহজ করে দাও এবং এই সফরের দৈর্ঘ্যতাকে আমাদের জন্য সংক্ষিপ্ত করে দাও। হে আল্লাহ, এই সফর অবস্থায় তুমিই আমাদের সঙ্গী এবং ঘরবাড়ির একমাত্র হেফাজতকারী। হে আল্লাহ, এই সফরের সমস্ত কষ্টক্লেশ, দুরাবস্থার সম্মুখীন হওয়া থেকে এবং ফিরে এসে সম্পদ ঘর-বাড়ি সন্তানদের অনিষ্টতা থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেছি। (মুসলিম : ১৩৪২)

CamScanner

সফর অবস্থায় মাঝে মাঝে এই সূরাগুলো পড়বে—

১. সূরা কাফিরুন, ২. সূরা নাসর, ৩. সূরা ইখলাস, ৪. সূরা ফালাক, ৫. সূরা নাস। প্রত্যেক সূরার আগে 'বিসমিল্লাহ' পড়ে সূরার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করবে। হযরত যুবায়ের ইবনে মুতঈম রাযি. হযরত রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি সফর অবস্থায় এই ৫টি সূরা মাঝেমধ্যে পড়বে, সে সফর অবস্থায় সমস্ত বিপদাপদ হতে হেফাজত থাকবে এবং তার সফর কামিয়াব হবে।

(মুসনাদে আবু ইয়ালা : ৭৪১৯)

চলার সুন্নত ও আদবসমূহ

১. বড় রাস্তা হলে ডান দিকে চলা। (বুখারি : ৪২৬)

২. দৃষ্টি নত করে চলা। (আবু দউদ : ৪৮১৫)

৩. কিছুটা সম্মুখপানে ঝুঁকে চলবে। নবীয়ে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ চলতেন। (শামায়েলে তিরমিযি : ১২৫)

৪. হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে অহংকারের সাথে চলবে না। (বনী ইসরাঈল : ৩৭, বুখারি : ৩৪৮৫)

৫. রাস্তা অতিক্রম করার সময় দ্রুত চলবে।

৬. নারীদের জন্য রাস্তার কিনারা ছেড়ে দিবে। (আবু দাউদ : ৫২৭২)

৭. প্রয়োজনে চলার পথে কোথাও থামবে বা অবস্থান করতে হলে এমন জায়গায় অবস্থান করবে, যাতে অন্যদের চলাফেরা ইত্যাদির ব্যাঘাত না ঘটে। (মুসলিম : ১৯২৬)

৮. পথে কষ্টদায়ক কিছু পেলে তা সরিয়ে দিবে। (আবু দাউদ : ৪৮১৫)

৯. মুসলমানদেরকে সালাম দিবে এবং তাদের সালামের উত্তর দিবে।

(বুখারি : ৬২২৯, আবু দাউদ : ৫২০০)

১০. কোনো অন্ধকে দেখলে প্রয়োজনে (ডান হাত দিয়ে তার বাম হাত ধরে) যতটুকু সে চায় এগিয়ে দিবে। (মুসনাদে আহমাদ : ২৮১৭)

CamScanner

১১. পথহারাকে পথের সন্ধান দিবে। তবে কোনো কাফেরকে তাদের উপাসনালয়ের সন্ধান দিবে না। (সূরা মায়িদা : ২, আবুদাউদ : ৪৮১৭)

১২. নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হলেও তার জন্য লোকদেরকে পথ থেকে ধাক্কা দেয়া বা সরাবে না। নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের জন্যও এরূপ করা হত না। (তিরমিযি : ৯০৩)

১৩. বৃদ্ধ লোকদের জন্য চলার সময় লাঠি নেয়া সুন্নতে আদিয়া। (তাফসীরে মুনির : ৮/৫৪৬)

১৪. উপর দিকে উঠার সময় ডান পা আগে বাড়ানো এবং 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নত। (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা : ৫৪৬)

১৫. নিচের দিকে নামার সময় বাম পা আগে বাড়ানো এবং 'সুবহানাল্লাহ' বলা সুন্নত। (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা : ৫৪৬)

১৬. সমতল ভূমি দিয়ে চলার সময় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা সুন্নত।

১৭. ইহুদি নাসারাদেরকে দেখলে তাদের জন্য পথ সংকুচিত করে দিবে, প্রশস্ত করে দিবে না। যাতে তাদের সম্মান প্রকাশ না পায়। (বাইহাকী : ৮৬০)

১৮. যাদের বয়স এবং ইলম বেশি, তাদেরকে সামনে চলার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া আদব। (আদাবুশ শরইয়্যাহ : ৩/১৪৯)

উল্লেখ্য যে, বয়স এবং ইলম এ দুটোর মধ্যে ইলম অধিক মর্যাদার হকদার। অতএব, অধিক বয়সী ব্যক্তি অধিক ইলমের অধিকারীকে (যদিও তার বয়স কম হয়) সামনে চলার জন্য অগ্রাধিকার দিবেন।

স্থলযানে আরোহনের সুন্নত

১. স্থলযানে আরোহন করার সময় প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করবে। (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা : ৪৯৭)

CamScanner

২. আরোহনের পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে এই দোয়া পড়বে—

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَه مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

উচ্চারণ : সুবহানাল্লাযী সাখখারালানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনীন ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকলিবূন। (তিরমিযি : ৩৪৪৬)

৩. এরপর তিনবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে। (তিরমিযি : ৩৪৪৬)

৪. এরপর তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে। (তিরমিযি : ৩৪৪৬)

৫. একবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়বে। (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা : ৪৯৬)

৬. তারপর নিচের দোয়াটি পড়বে—

سُبْحَانَكَ اِنِّىْ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّه لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

উচ্চারণ : সুবহানাকা ইন্নি কাদ যলামতু নাফসী ফাগফিরলী ফাইন্নাহু লা ইয়াগফিরুয যুনূবা ইল্লা আনতা। (তিরমিযি : ৩৪৪৬)

৭. এরপর তিনবার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলবে।

৮. তারপর খুশির ভাব প্রকাশের জন্য একটু মুচকি হাসবে।(তিরমিযি : ৩৪৪৬)

নৌযানে আরোহনের সুন্নত

১. প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান পা দিয়ে আরোহন করবে। (আবু দঊদ : ৩২)

২. তারপর এই দোয়া পড়বে—

بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيّٰتٌ بِيَمِيْنِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ـ (আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলা : ৫৪৬)

৩. যানবাহন হতে নামার পূর্বে এই দোয়া পড়বে—

رَبِّ أَنْزِلْنِيْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ

(দুরুসে মানসুর : ৫/১২)

৪. সকল যানবাহন হতে নামার সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে 'বিসমিল্লাহ' বলে নামবে। (বুখারি : ১৬৮)

কাফন-দাফন ও জানাযার সুন্নতসমূহ

(১) মাইয়েতের গোসলের সুন্নত তরিকা

১. প্রথমে মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর সময় একখানা চওড়া তক্তা বা খাটের ওপর রাখার পূর্বে ৩, ৫ বা ৭ বার লোবান (কর্পুর) বা আগরবাতি জ্বালিয়ে তার চতুর্দিকে ধুনি দিবে, তারপর তার ওপর মৃত ব্যক্তিকে শোয়াবে। গোসলের স্থানের চতুর্দিকে পর্দা করে দিবে। এরপর মুর্দারের খাট গোসলের জায়গায় নিয়ে রাখবে এবং একখানা কাপড় দ্বারা ঢেকে মুর্দারের পরিধেয় সব কাপড় খুলে ফেলবে। আর মহিলাদের বেলায়ও গলা হতে পা পর্যন্ত ঢেকে দিবে। (বাহরুর রায়েক : ২/৩০০)

২. মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার জন্য যদি বাহিরে কোথাও পর্দার ব্যবস্থা করা না যায়, তাহলে ঘরের ভেতরেও গোসল দিতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে চৌকির নিচে গর্ত খুঁড়ে নেওয়া উত্তম। আর যদি গোসলের পানি ছড়িয়ে যায়, তাতেও কোনো গোনাহ হবে না। উদ্দেশ্য শুধু যাতায়াতে যেন কারো কষ্ট না হয়।

৩. মাইয়েতকে গোসল দেওয়ার পূর্বে এস্তেঞ্জা করাবে, কিন্তু কিছুতেই মৃতের সতর দেখা ও খালি হাতে স্পর্শ করা যাবে না। তবে হাতে নেকড়া পেঁচিয়ে প্রথম ঢিলা দ্বারা তারপর পানি দ্বারা পরিষ্কার করাবে। তারপর উযুর অঙ্গসমূহ উযুর তারতিব অনুযায়ী ধোয়াবে। কিন্তু কুলি বা নাকে পানি এবং কব্জি পর্যন্ত ধোয়াবে না। প্রথমে মুখ ধুবে, তারপর আগে ডান হাত পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত ধুবে। তারপর মাথা মাসেহ করে আগে ডান পা

CamScanner

পরে বাম পা তিন তিন বার ধুবে। নেকড়া বা তুলা ভিজিয়ে মুখের ভেতর ও নাকের ভেতর তিনবার পরিষ্কার করে দিবে। কিন্তু যদি পুরুষ বা মহিলা গোসল ফরজ অবস্থায় মারা যায়, তাহলে মৃতের মুখ ও নাকে পানি পৌঁছানো জরুরি হবে এবং নেকড়া বা তুলা দিয়ে পানি বের করতে হবে। গোসলের পূর্বে মৃতের নাকে ও নাকে কিছু তুলা ভরে দিবে, যাতে গোসলের পানি ঢুকতে না পারে। এইরূপে উযু করাবার পর সাবান দ্বারা মাথা ও শরীর ধুয়ে দিবে। মৃত ব্যক্তিকে বাম কাতে শোয়ায়ে ডান পাশের শরীরে মাথা হতে পা পর্যন্ত বড়ই পাতা দ্বারা কুসুম গরম করা পানি ৩/৫ বার ঢেলে ভালো করে ধুবে।

অনুরূপভাবে ডান কাতে শোয়ায়ে বাম পাশেও ৩/৫ বার ঢালবে। এরূপভাবে গোসল করানোর পর গোসলদাতা বসাবে এবং আস্তে আস্তে মুর্দারের পেট মালিশ করার পর যদি পেট হতে কিছু বের হয়, তবে কুলুখ করিয়ে শুধু ময়লা ধুয়ে দিবে। এরূপ ময়লা বের হওয়ায় মুর্দার উযু বা গোসল নষ্ট হবে না। তারপর মুর্দাকে বাম কাতে শোয়ায়ে কর্পুরের পানি তার সর্ব শরীরে (মাথা হতে পা পর্যন্ত) তিনবার ঢালবে। তারপর শুকনা কাপড় দ্বারা শরীর ভালোভাবে মুছে কাফন পরাবে। এটাই মাইয়েতের গোসলের সুন্নত তরিকা। (বাহরুর রায়েক : ২/৩০০১)

৪. পুরুষের গোসল দেওয়ার জন্য কোনো পুরুষ পাওয়া না গেলে তার স্ত্রী ব্যতীত অন্য মেয়েলোক মাহরাম হলেও গোসল দিতে পারবে না, মৃতের স্ত্রী না থাকলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করাতে হবে। কিন্তু স্ত্রী ব্যতীত অন্য কেউ শরীরে হাত লাগাবে না। তায়াম্মুম করাবার সময় মহিলাগণ হাতে মোজা অথবা কাপড় পেঁচিয়ে নিবে।

৫. স্ত্রী স্বামীকে গোসল দিতে এবং কাফন পরাতে পারবে। কিন্তু মৃত স্ত্রীকে স্বামী স্পর্শ ও হাত লাগাতে পারবে না। তবে দেখা ও কাপড়ের ওপর দিয়ে ধরা ও হাত লাগানো জায়েজ আছে। (শামী : ৩/৯০)

CamScanner

৬. হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় মহিলাদের জন্য মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়া মাকরুহে তাহরিমি। (জাওহারাতুন্ নায়্যিরাহ : ১/২৫৭)

৭. মৃতের সর্বাপেক্ষা নিকটতম ব্যক্তিই মুর্দাকে গোসল দিবে। যদি এরূপ লোক গোসল না দিতে পারে, তাহলে যথাসম্ভব দ্বীনদার, পরহেজগার লোকের মাধ্যমে গোসল দেওয়াবে। (বাহরুর রায়েক : ২/৩০০৬)

(২) কাফনের কাপড়ের বিবরণ

■ পুরুষের জন্য ইজার, কোর্তা এবং চাদর সর্বমোট তিনখানা কাপড়।
(বুখারি : ১২৬৪, কিতাবুল আসার : ২২৯)

■ মহিলাদের জন্য পাঁচখানা কাপড় দেওয়া সুন্নত। চাদর, ইজার, কোর্তা, সারবন্দ এবং সীনাবন্দ।

ইজার মাথা হতে পা পর্যন্ত, চাদর ইজার হতে হাত খানে লম্বা এবং কোর্তা গলা হতে পা পর্যন্ত হবে। (কিন্তু কোর্তার কল্লি বা আস্তিন হবে না, শুধু মাঝখান দিয়ে কিছু ফেড়ে মুর্দার মাথা ঢুকিয়ে দিতে হবে।) সারবন্দ ১২ গিরা চওড়া এবং তিন হাত লম্বা। আর সীনাবন্দ চওড়ায় বগলের নিচ হতে রান পর্যন্ত হবে। লম্বা এতটুকু হওয়া চাই যেন বাম দিকের পাট সীনার ওপর রেখে ডানের পাট তার ওপর রাখা যায়।
(কিতাবুল আসার : ২৩২, ইবনে আবী শাইবা : ১১০৮৯, মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৬২১৬)

(৩) কাফন পরানোর সুন্নত তরিকা

১. মুর্দাকে কাফনের ওপর রাখার সময় মহিলাদের মাথায় এবং পুরুষের মাথায় ও দাড়িতে আতর লাগিয়ে দিবে এবং কপালে, নাকে, উভয় হাতের তালুতে, উভয় হাঁটুতে এবং উভয় পায়ে অর্থাৎ সেজদার অঙ্গসমূহে কর্পুর লাগিয়ে দিবে। (বাইহাকী : ৬৪৯৬)

২. কেউ কেউ কাফনে আতর লাগিয়ে দেয় এবং তুলায় আতর লাগিয়ে মুর্দার কানে দিয়ে দেয়, এটা করবে না। এটি শরিয়ত বহির্ভূত।

CamScanner

৩. মৃত ব্যক্তির চুল আঁচড়াবে না এবং নখ ও চুল কাটবে না।
(কিতাবুল আসার : ২২৭)

৪. মহিলাদের কাফনে পাঁচখানা কাপড় না দিয়ে তিনটি কাপড় দেওয়া দুরস্ত আছে। (যেমন, ইজার, চাদর এবং সারবন্দ)। তিন কাপড়ের চেয়ে কম দেওয়া জায়েজ নেই। (বাহরুর রায়েক : ২/৩১০)

৫. সীনাবন্দ যদি সীনা হতে নাভি পর্যন্ত দেয়, তা-ও জায়েজ আছে। তবে বগল হতে হাঁটু পর্যন্ত দেওয়া উত্তম। (শামী : ৩/৯৭)

৬. কাফন পরানোর পূর্বে তাতে ৩, ৫ বা ৭ বার লোবান বা আগরবাতির ধুনি দেওয়া উত্তম। (বাহরুর রায়েক : ২/৩১০)

(৪) পুরুষের কাফন পরানোর সুন্নত তরিকা

■ খাটের ওপর প্রথমে নিচে চাদর, তার ওপর ইজার, তার ওপর কোর্তার নিচের পাট বিছাবে। উপরের পাট গুছিয়ে মাথার কাছে রেখে দিবে। তারপর মুর্দাকে গোসলের পানি মুছে একখানা কাপড় দ্বারা ঢেকে কাফনের ওপর চিৎ করে শোয়ায়ে কোর্তা পরিয়ে দিবে। তারপর ইজার পরাবে। প্রথমে বাম পাট উঠিয়ে বুকের ওপর রেখে তারপর ডান পাট তার ওপর রাখবে। তারপর চাদরও এই নিয়মে পরাবে। (মাজমাউল আনহুর : ১/২৬৮)

(৫) মহিলাদের কাফন পরানোর সুন্নত তরিকা

১. প্রথমে খাটের ওপর চাদর বিছাবে, তারপর ইজার, তারপর সীনাবন্দ, তারপর জামার নিচের অংশ বিছাবে এবং জামার উপরের পাট বটিয়া মাথার নিকট রাখবে। তারপর মৃত মহিলার শরীর ভালো করে মুছে একখানা শুকনা কাপড় দ্বারা ঢেকে ভিজা কাপড়টা সরিয়ে ফেলে কাফনের ওপর চিৎ করে শোয়াবে। তারপর জামা পরিয়ে সেই কাপড়টি বের করে ফেলবে। তাররপর নাক কান থেকে তুলা বের করে ফেলবে (পূর্ব উল্লেখিত নিয়ম অনুযায়ী সেজদার অঙ্গসমূহে খুশবু লাগাবে)। তারপর চুলগুলো দুই ভাগ করে ডানে বামে কোর্তার ওপর রেখে দিবে এবং সারবন্দ দ্বারা মাথা ঢেকে চুলের ওপর দিয়ে সারবন্দের উভয়

CamScanner

কিনারা বুকের ওপর রেখে দিবে। তারপর সীনাবন্দের বাম পার্শ্ব বুকের ওপর আগে উঠাবে এবং ডান পার্শ্ব পরে উঠিয়ে তার ওপর রাখবে। তারপর ইজারের বাম পার্শ্ব আগে উঠিয়ে ডান পার্শ্ব পরে উঠিয়ে দিবে। তারপর উপর্যুক্ত নিয়মে চাদর রাখবে। চাদরের বাম পার্শ্ব নিচে এবং ডান পার্শ্ব উপরে থাকবে। তারপর সুতা বা নেকড়া দ্বারা কাফনের পায়ের দিক, মাথার দিক এবং কোমরের দিকেও বেঁধে দিবে। (কবরে রেখে এসব বাঁধ খুলে দিবে।) (মাজমাউল আনহুর : ১/২৬৮)

২. সীনাবন্দ ইজারের কিংবা চাদরের উপরেও দিতে পারে।

৩. মুর্দা মহিলা হলে এই পরিমাণ কাজ মেয়ে মহলে করে তারপর পুরুষের হাওলা করে দিবে। তারা জানাযা পড়ে দাফন করে দিবে।

৪. পুরুষের অভাবে মহিলারাই জানাযার নামায পড়ে দাফন করে দিবে। (শামী : ২/৩০৫)

৫. কাফনের মধ্যে বা কবরের মধ্যে কোনো পীরের নাম, তার শাজারাহ নামা, দোয়া দরুদ শরিফ, সূরা বা কুরআন শরিফের আয়াত এবং কালেমা ইত্যাদি কালি বা কর্পুর দ্বারা লেখা জায়েজ নেই। তবে খালি আঙ্গুল দ্বারা কালেমা বা আল্লাহর নাম লেখা জায়েজ আছে। (শামী : ২/৩০৫)

(৬) জানাযার নামাযে ৩টি ফরজ

১. জানাযার নামাযে এভাবে নিয়ত করবে যে, আমি এই ইমামের পেছনে ৪ তাকবিরের সাথে জানাযার নামায পড়তেছি। (শামী : ৩/১০৩)

২. চার বার আল্লাহু আকবার বলা। (৪ তাকবিরই ৪ রাকাতের কায়েম মকাম। (দুররে মুখতার : ৩/১০৫)

৩. দাঁড়িয়ে জানাযার নামায পড়া। (দুররে মুখতার : ৩/১০৫)

(৭) জানাযার নামাযের ৩টি সুন্নত

১. প্রথমে তাকবিরের পর সানা পড়া। (মুয়াত্তা মালেক : ৫৩৬, দুররে মুখতার : ৩/১০৬)

২. দ্বিতীয় তাকবিরের পর দুরুদ শরিফ পড়বে। (মুয়াত্তা মালেক : ৫৩৬)

CamScanner

৩. তৃতীয় তাকবিরের পর মাইয়েতের জন্য দোয়া পড়া—

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ - (বাইহাকী : ৭০৭০)

মাইয়েত না-বালেগ বালক হলে তার জানাযায় এই দোয়া পড়া যায়—

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا

আর না-বালেগ বালিকা হলে তার জানাযায় এই দোয়া পড়া যায়—

اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً

(ইবনে আবী শাইবা : ২৯৮৩৮, দুররে মুখতার : ৩/১১৩)

(৮) জানাযার নামাযে করণীয়-বর্জনীয় সুন্নত

১. মাইয়েতকে সামনে রেখে ইমাম মাইয়েতের সীনা বরাবর দাঁড়াবে।
(মুসনাফে আব্দুর রাজ্জাক : ৬৩৮১)

২. জানাযার নামাযে মুক্তাদিগণের কাতার তিনটা হওয়া মুস্তাহাব। এমনকি মাত্র ৭জন হলেও ১জনকে ইমাম বানিয়ে বাকি ৬জন এরূপ দাঁড়াবে, প্রথম কাতারে ৩জন, দ্বিতীয় কাতারে ২জন এবং তৃতীয় কাতারে ১জন। (তিরমিযি : ১০২৮)

৩. জানাযার নামায সহিহ হওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো, জানাযার নামাযে মাইয়েত ইমামের সামনে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। অনুপস্থিত মাইয়েতের জানাযা এবং প্রচলিত গায়েবানা জানাযা হানাফি মাযহাবে জায়েজ নেই। (ফতওয়ায়ে শামি : ৩/১০৫, বাহরুর রায়েক)

৪. জানাযার নামাযের পর সাথে সাথে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দোয়া করা মাহরুহে তাহরিমি ও বিদআত।
(আহসানুল ফতওয়া, খোলাসাতুল (ফতওয়া : ১/২২৫, বাহরুর রায়েক : ২/৩২১)

CamScanner

৫. কোনো কোনো স্থানে লাশ সামনে রেখে 'লোকটা কেমন ছিল' প্রশ্ন করা হয়। আর উপস্থিত লোকেরা বলে ভালো ছিল। শরিয়তে এরূপ বলার কোনো ভিত্তি নেই।

৬. ওলির অনুমতি ছাড়া জানাযার জামাত পড়া মাকরুহ ও শরিয়ত বহির্ভূত। ওলির অনুমতি ও শিরকত ব্যতীত প্রথম জানাযা হয়ে থাকলে পুনরায় জামাত করতে পারবে, তবে প্রথমবার যারা জানাযায় শরিক হয়েছিল, দ্বিতীয়বার তারা শরিক হতে পারবে না।

(কাফন দাফনের মাসআলা মাসায়েল, শামী : ৩/১২৩)

(৯) দাফনের জন্য কবরস্থানে নেয়ার সুন্নত তরিকা

১. মৃত ব্যক্তির গোসল, কাফন ও জানাযা যেমন ফরজে কেফায়া, তেমনি দাফন করাও ফরজে কেফায়া। (শামী : ৩/১৩৮, হিন্দিয়া : ১/২২৬)

২. জানাযার নামায শেষ হওয়া মাত্রই জানাযা কবরে নিয়ে যাওয়ার সুন্নত তরিকা এই—

যদি ছোট বাচ্চা হয় তাহলে একজন লোক তাকে দুই হাতের ওপর উঠিয়ে নিবে। এরূপভাবে একজনের হাত হতে অন্যজন নিবে। এ নিয়মে কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছবে। আর যদি মাইয়েত বয়স্ক হয় তাহলে তাকে খাটলিতে করে চারজন সম্মানের সাথে কাঁধে উঠিয়ে কবরস্থানে নিয়ে যাবে। ওজর ব্যতীত গাড়িতে বা অন্য কোনো বাহন দিয়ে নিয়ে যাওয়া মাকরুহ। (দুররে মুখতার : ৩/১৩৫)

(১০) মুর্দাসহ খাটলি নেয়ার মুস্তাহাব তরিকা

১. মৃতের ডান কাঁধের দিকের খাটের পায়া, প্রথমে ডান কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলবে। তারপর ওই পাশের পেছনের পায়া ডান কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলবে। এমনিভাবে খাটের বিপরীত দিকের পায়া অর্থাৎ মৃতের বাম পাশের সামনের পায়া বাম কাঁধে নিয়ে দশ কদম চলবে। এভাবে প্রত্যেকের ৪০ কদম হয়ে যাবে। হাদিস শরিফে আছে, মাইয়েতকে নিয়ে ৪০ কদম হাঁটলে তার ৪০টি গোনাহ মাফ হয়ে যাবে।

(মুজামুল আওসাত : ৫৯২০)

CamScanner

২. জানাযার নামাযের পর বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া সুন্নত। তবে নেওয়ার সময় এত দ্রুত দৌঁড়াবে না, যেন লাশ নড়তে থাকে। এরূপ দ্রুত দৌঁড়ানো মাকরুহ।

(বুখারি : ১৩১৫, দুররে মুখতার : ৩/১৩৬)

৩. জানাযার সাথে পায়ে হেঁটে যাওয়া মুস্তাহাব। যদি কেউ যানবাহনে যায়, তাহলে সে মাইয়েতের পেছন পেছন যাবে। (বাইহাকী : ৬৯৬৮)

(১১) কবর খনন করার সুন্নত তরিকা

১. কবরের গভীরতা অন্তত মুর্দার অর্ধেক হতে হবে। গভীরতায় অর্ধেকের কম কিংবা লম্বায়দেহের পরিমানের চেয়ে বেশি হতে পারবে না।

(শামী :৩/১৩৯)

২. কবর মাইয়েতের দেহের পরিমাণ লম্বা হবে, বেশি লম্বা করা উচিত নয়। মাইয়েতের দেহের অর্ধেক পরিমাণ চওড়া হবে। (শামী :৩/১৩৯)

৩. বগলি কবর সিন্দুকি কবর হতে উত্তম। কিন্তু মাটি নরম হলে সিন্দুকি কবরেই দাফন করবে। কবর এভাবে করবে—প্রথমে দিক সোজা করে উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৪ হাত, প্রস্থে পৌণে দুই বা দুই হাত, আড়াই কিংবা তিন হাত গভীর একটি গর্ত খুড়বে। তারপর পশ্চিমের দেয়ালের নিচে ছোট করে লাশ রাখার জন্য গর্ত খুড়বে। এটিকে বগলি কবর বলে। আর যদি কবরের মাঝখানে লাশ রাখার জন্য গর্ত খুড়া হয়, তাহলে তাকে সিন্দুকি কবর বলা হয়। (বাইহাকী : ৬৮১৭,৬৮১৮)

(১২) দাফনের সুন্নত তরিকা

১. কবর প্রস্তুত হয়ে গেলে মাইয়েতের খাটকে উত্তর শিয়র করে কবরের পশ্চিম পাশে রাখবে। তারপর তিন বা চারজন ব্যক্তি নেমে কেবলামুখি হয়ে খাট হতে মৃত ব্যক্তিকে হাতে করে মাইয়েতের বুক এবং চেহারা কেবলামুখি করে ডান কাতে কবরে শোয়াবে। সাবধান! মাইয়েতকে কবরে চিৎ করে শোয়ায়ে শুধু চেহারা কেবলার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া দুরস্ত নয়; বরং মাইয়েতের সীনা এবং চেহারা উভয়টাই কেবলামুখি করে রাখতে হবে। (কিতাবুল আসার : ২৪৪, শামী : ৩/১৪১)

CamScanner

২. মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় বলবে—

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ।

(আবু দাউদ : ৩২১৩)

৩. মাইয়েতকে কবরে ডান কাতে সুন্নত মোতাবিক শোয়াতে কোনো অসুবিধা হলে বাহির হতে শক্ত মাটি কিংবা কাঁচা ইট এনে মাথা ও পিঠের নিচে দিয়ে দিবে।

৪. মাইয়েতকে কবরে রাখার পর কাফনের বাঁধগুলো খুলে দিবে।

(দুররে মুখতার : ৩/১৪১)

৫. দাফনের ক্ষেত্রে উপস্থিত সকলেরই উভয় হাতে তিন তিন মুষ্ঠি মাটি মাথার দিক হতে দেওয়া মুস্তাহাব।

প্রথম মুষ্ঠি মাটি দেওয়ার সময় বলবে—

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ (اللّٰهُمَّ جَافِ الْاَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ)

অর্থ : (আল্লাহ বলছেন) তোমাদেরকে এই মাটি দ্বারাই সৃষ্টি করেছি। হে আল্লাহ, তাকে কবরের চাপ ও আযাব হতে হেফাজত করো।

দ্বিতীয় মুষ্ঠি মাটি দেওয়ার সময় বলবে—

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ (اللّٰهُمَّ افْتَحْ اَبْوَابَ السَّمَاءِ لِرُوْحِه)

অর্থ : (আল্লাহ বলছেন) এই মাটির ভেতরেই পুনরায় আমি তোমাদেকে আনবো। হে আল্লাহ, তার রুহের জন্য আসমানের দরজা খুলে দাও।

তৃতীয় মুষ্ঠি মাটি দেওয়ার সময় বলবে—

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى (اللّٰهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ)

অর্থ : (আল্লাহ বলছেন) এই মাটির ভেতর হতে পুনরায় তোমাদেরকে বের করবো। হে আল্লাহ, তাকে তোমার রহমতের জান্নাতে স্থান দিও।

(শামী : ৩/১৪৩, হিন্দিয়া : ১/২২৭)

CamScanner

৬. দাফনের পর কিছুক্ষণ কবরের নিকট অপেক্ষা করা এবং মৃত ব্যক্তি জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা। এবং কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করা, সওয়াব রেসানি করা মুস্তাহাব। (আবু দাউদ : ২৩২১)

৭. মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকার প্রথম তিন আয়াত الٓمٓ থেকে مُفْلِحُوْنَ পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকার শেষ তিন আয়াত তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। (শামী : ৩/১৪৩)

(১৩) শিশুর কাফন দাফনের সুন্নতের তরিকা

১. যে শিশু জীবিত ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্রই মারা যায়, তার নাম রাখবে। নিয়ম অনুযায়ী তার গোসল, কাফন, জানাযা এবং দাফন করতে হবে।
(দুররে মুখতার : ৩/১২৯)

২. যে শিশু মৃত ভূমিষ্ঠ হবে, জীবিতের কোনো লক্ষণ পাওয়া যায়নি, তার নাম রাখবে এবং গোসল দিতে হবে। কিন্তু কাফন ও জানাযা আবশ্যক নয়। একখানা কাপড় পেঁচিয়ে দাফন করতে হবে। (দুররে মুখতার : ৩/১৩১)

৩. অকালে গর্ভপাত হলে যদি শিশুর নাক, কান, হাত, পা ইত্যাদি কোনো অঙ্গ প্রকাশ না পায়, তখন গোসল ও নিয়মমতো কাফন দিবে না। শুধু একটা কাপড় পেঁচিয়ে গর্ত খুড়ে তাতে মাটি দিয়ে দিবে। আর যদি হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়, তাহলে তাকে মৃত বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়েছে বলে মনে করে তার নাম রেখে গোসল দিবে। কিন্তু জানাযা ও কাফন দিতে হবে না, শুধু একখানা কাপড় পেঁচিয়ে দাফন করতে হবে। (দুররে মুখতার : ৩/৯৯)

৪. সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় যদি মাথার দিক দিয়ে বুক পর্যন্ত এবং উল্টাভাবে প্রসব হলে পা হতে নাভি পর্যন্ত বের হয়, তাহলে উভয় অবস্থায় যদি জীবিতের আলামত পাওয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ মরে যায় তাহলে নাম রাখবে এবং নিয়মানুসারে গোসল, কাফন ও জানাযার নামায পড়ে দাফন করবে। (শামী : ৩/১৩০)

CamScanner

৫. আর যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় শুধু মাথা বের হয় এবং উল্টা দিকে হাঁটু বা রান বের হয়, কিন্তু সীনা বা নাভি বের না হয়, এমতাবস্থায় জীবিতের আলামত পাওয়া যায় এবং তৎক্ষণাৎ মরে যায়, তাহলে গোসল দিবে এবং নামও রাখবে। কিন্তু নিয়মানুযায়ী কাফন দেওয়া জানাযা পড়ার দরকার নেই। একখানা কাপড় পেঁচিয়ে কবরে মাটি দিয়ে রাখবে। (শামী : ৩/১৩০)

পিতা মাতার হক ১৪টি

■ জীবিত অবস্থায় হক ৭টি

১. আজমত অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।
(সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩, ২৪, বুখারি : ৫২৭, ৩০০৪)

২. মনে প্রাণে মহব্বত করা। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩, ২৪, বুখারি : ৫২৭, ৩০০৪)

৩. সর্বদা তাদেরকে মেনে চলা। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩, ২৪, বুখারি : ৫২৭, ৩০০৪)

৪. তাদের খেদমত করা। (সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩, ২৪, বুখারি : ৫২৭, ৩০০৪)

৫. তাদের জরুরত পুরা করা। (বনী ইসরাঈল : ২৩, ২৪, বুখারি : ৫২৭,৩০০৪)

৬. তাদেরকে সর্বদা আরাম পৌঁছানোর ফিকির (চিন্তাভাবনা) করা।
(সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩,২৪, বুখারি : ৫২৭,৩০০৪)

৭. নিয়মিত তাদের সাথে সাক্ষাত ও দেখাশোনা করা।
(সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩,২৪, বুখারি : ৫২৭,৩০০৪)

■ মৃত্যুর পর হক ৭টি

১. তাদের মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা। (আবু দাউদ : ৫১৪২)

২. সওয়াব রেসানি করা। (মুসলিম : ১৬৩১)

৩. তাদের সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয় স্বজনদের সম্মান করা।
(আবু দাউদ : ৫১৪২, তিরমিযি : ১৯০৪)

৪. সাথী-সঙ্গী ও আত্মীয় স্বজনদের সাহায্য করা। (মুসলিম : ২৫৫২)

৫. ঋণ পরিশোধ ও আমানত আদায় করা। (তিরমিযি : ২১২২, দারেমী : ৩২৮২)

৬. শরিয়তসম্মত ওসিয়ত পুরা করা। (আবু দাউদ : ৫১৪২, দারেমী : ৩২৮২)

৭. মাঝে মাঝে তাদের কবর যিয়ারত করা।
(মুজামুল আওসাত : ৬১১৪, মুজামুস সাগীর : ৯৫৫)

CamScanner

আসমায়ে হুসনা

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ . عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِلّٰهِ تَعَالٰی تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ اِسْمًا مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه ترمذی)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○

اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ○

اَلْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ الْغَفَّارُ الْقَهَّارُ ○ اَلْوَهَّابُ الرَّزَّاقُ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ○

اَلْقَابِضُ الْبَاسِطُ الْخَافِضُ الرَّافِعُ الْمُعِزُّ الْمُذِلُّ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

اَلْحَكَمُ الْعَدْلُ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○

اَلْحَلِيْمُ الْعَظِيْمُ الْغَفُوْرُ الشَّكُوْرُ الْعَلِیُّ الْكَبِيْرُ ○

اَلْحَفِيْظُ الْمُقِيْتُ الْحَسِيْبُ الْجَلِيْلُ الْكَرِيْمُ ○

اَلرَّقِيْبُ الْمُجِيْبُ الْوَاسِعُ الْحَكِيْمُ ○

اَلْوَدُوْدُ الْمَجِيْدُ الْبَاعِثُ الشَّهِيْدُ ○

اَلْحَقُّ الْوَكِيْلُ الْقَوِیُّ الْمَتِيْنُ ○

اَلْوَلِیُّ الْحَمِيْدُ الْمُحْصِی الْمُبْدِئُ الْمُعِيْدُ الْمُحْیِ الْمُمِيْتُ الْحَیُّ الْقَيُّوْمُ ○

اَلْوَاجِدُ الْمَاجِدُ الْوَاحِدُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ ○

اَلْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ الْاَوَّلُ الْاٰخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ ○

اَلْوَالِیْ الْمُتَعَالِیْ الْبَرُّ التَّوَّابُ الْمُنْتَقِمُ الْعَفُوُّ الرَّءُوْفُ ○

مَالِكُ الْمُلْكِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامُ ○

اَلْمُقْسِطُ الْجَامِعُ الْغَنِیُّ الْمُغْنِیْ الْمَانِعُ الضَّآرُّ النَّافِعُ ○

اَلنُّوْرُ الْهَادِیْ الْبَدِيْعُ الْبَاقِیْ الْوَارِثُ الرَّشِيْدُ الصَّبُوْرُ ○

মুনাজাতে মকবুল

اِے خدائے پاک رحمان ورحیم ☆ قاضیٔ حاجات وہاب وکریم
اے الہ العالمین اے بے نیاز ☆ دین ودنیا میں ہمارے کارساز
ہم گناہ گار اور تو غفار ہے ☆ ہم بھرے عیبوں سے تو ستار ہے

تو وہ قادر ہے کہ جو چاہے کرے ☆ جسکو چاہے دے جسے چاہے نہ دے
تو وہ داتا ہے کہ دینے کیلئے ☆ در تیری رحمت کے ہر دم ہیں کھلے
تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو ☆ پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو

ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے ☆ جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے
ہر طرف سے ہو کے ہم خوار و تباہ ☆ آپڑے اب تیرے در پر یا الہ
گرچہ یارب ہم سراپا ہیں برے ☆ اب تو لیکن آپڑے در پر تیرے

تو غنی ہے اور ہم ہیں بے نوا ☆ کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا
ہے تو ہی حاجت روائے دو جہاں ☆ ہم تیرا در چھوڑ کر جائے کہاں
صدقہ اپنی عزّت واجلال کا ☆ صدقہ پیغمبر کا انکی آل کا
اپنی رحمت ہم پہ اب مبذول کر ☆ یہ مناجات اور دعا مقبول کر

মুহিউস সুন্নাহ আল্লামা মাহমুদুল হাসান দা. বা. এর পক্ষ হতে

সালেকীনদের জন্য সংক্ষিপ্ত অযিফা

(১) সর্বাবস্থায় গোনাহ মুক্ত থাকা। বিশেষত শিরক, চুরি, গীবত, অন্যের দোষচর্চা, মিথ্যা বলা, পরশ্রীকাতরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার ও আত্মপ্রদর্শন—এসব গোনাহ থেকে বিরত থাকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করা।

(২) পাঁচওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে সুন্নত তরিকায় ইখলাস ও ধ্যানমগ্নতার সাথে আদায় করা।

(৩) সর্বক্ষেত্রে সুন্নতের অনুসরণ করা। বিশেষত তিন সুন্নত :

(ক) বেশি বেশি সালাম দেয়া। সম্বোধিত ব্যক্তি শুনতে পারে—এ পরিমাণ উচ্চ আওয়াজে এবং সালামের হামযাকে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করবে।

(খ) উত্তম কাজগুলোতে ডান এবং নিম্ন কাজগুলোতে বামকে প্রাধান্য দেয়া।

(গ) সর্বাবস্থায় যিকিরে থাকা। উত্তম হলো,

উপরে উঠতে— اَللّٰهُ اَكْبَرُ

নিচে নামতে— سُبْحَانَ اللّٰه

এবং সমতলভূমিতে— لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলা।

(৪) দৈনিক কমপক্ষে ৫ পৃষ্ঠা কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করা। (হাফেজে কুরআনের জন্যও নজরানা ৫ পৃষ্ঠার বেশি পড়া চাই।)

CamScanner

(৫) দৈনিক পাঁচওয়াক্ত নামাযের পর—

৩৩ বার— سُبْحَانَ اللهِ

৩৩ বার— اَلْحَمْدُ لِلهِ

৩৪ বার— اَللهُ اَكْبَرُ পাঠ করা।

এরপর— لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ১০০ বার

ইস্তেগফার— اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ ২০ বার

এবং দুরুদ শরিফ—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

২০ বার পাঠ করা। অতঃপর নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করা—

اَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِيْ عَنْ غَيْرِكَ وَنَوِّرْ قَلْبِيْ بِنُوْرِ مَعْرِفَتِكَ اَبَدًا يَا اَللهُ

يَا اَللهُ، اَللهُ حَاضِرِيْ، اَللهُ نَاظِرِيْ، اَللهُ مَعِيْ

এরপর দুরুদ শরিফ পড়ে মুনাজাত করবে।

(৬) বাদ মাগরিব ও বাদ ফজর তিন কুল (সূরা ইখলাস, ফালাক, নাস) ও আয়াতুল কুরসি এবং সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত তেলাওয়াত করা। তারপর ৭ বার (অথবা ২১বার) اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ দুআটি পড়া।

(৭) দৈনিক যে কোনো সময় ১০০বার يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ এবং নিম্নোক্ত দুআটি পাঠ করা—

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ

(৮) পাবন্দির সাথে তাহাজ্জুদের নামায (কমপক্ষে চার রাকাত) আদায় করা। তাহাজ্জুদ নামাযের পর বার তাসবিহের আমল করা। বার তাসবিহ পড়ার নিয়ম হলো:

২০০ বার— لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه

৪০০ বার— اِلَّا اللّٰهُ

৬০০ বার— اَللّٰهُ اَللّٰه

১০০ বার—اَللّٰه

(৯) জুমার দিন বাদ আসর নিজ জায়গায় বসে ৮০ বার এই দরুদ শরিফ—

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا

পাঠ করা এবং সম্ভব হলে জুমার দিন কুবাইলে মাগরিব (মাগরিবের ১৫ মিনিট পূর্বে) দুআ করা।

(১০) হালাল উপার্জন করা, আল্লাহর রাস্তায় বেশি বেশি দান-খয়রাত করা।

বিস্তারিত অযিফার জন্য ***'যাদুস সালেকিন : ইসলাহে নফসের পথ ও পাথেয়'*** *বইটি পড়া যেতে পারে।*

সমাপ্ত

Click here to join our channel
https://t.me/pdfarchive2025

CamScanner

মজলিসে দাওয়াতুল হক থেকে প্রকাশিত

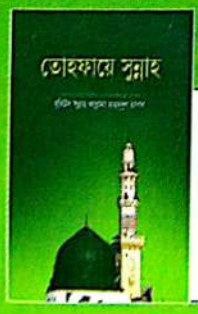
কিছু বই

- এক মিনিটের মাদরাসা
- জান্নাতী দশ যুবক
- জান্নাতী দশ মহিলা
- ফটো সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি
- ছাত্র জীবনের পথ ও পাথেয়
- ফারেগীনদের প্রতি উপদেশ
- দাওয়াত ও তাবলীগের পথ ও পাথেয়
- হায়াতে রেফায়ী রহ.
- হায়াতে উসমান রা.
- হায়াতে আবরার রহ.
- সুন্নতি জীবনের সফলতা ও মুক্তির সঠিক পথ
- আহকামে মাসাজিদ
- যাকাতের মাসআলা মাসায়েল
- কাফন-দাফনের মাসআলা মাসায়েল
- রমযানের হাদিয়া
- শবে বরাতের আ'মল
- কুরআন-সুন্নাতের আলোকে বিবাহ
- বর্তমান পরিস্থিতি এবং উলামা মাশায়েখদের করণীয়
- হক্কের দাওয়াত
- যুবক-যুবতীদের প্রতি উপদেশ
- আর রদ্দুল জামীল
- দাওয়াতুল হক আওর দাওয়াত ও তাবলীগ
- আরইরশাদ ইলা সাবিলীর রাশাদ
- মুহিউসসুন্নাহ কে সাথ লন্ডন সফর

CamScanner

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মজলিসে দাওয়াতুল হকের কার্যক্রমকে সামনে রেখে তাঁরই সুযোগ্য খলীফা মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা আবরারুল হক রহ. সমগ্র বিশ্বে সুন্নতের প্রচার ও প্রসারের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁরই দিক নির্দেশনা মোতাবিক মানবজীবনের অতীব প্রয়োজনীয় ইবাদতসমূহ আদায়ের সঠিক নিয়মাবলি সম্বলিত 'তোহফায়ে সুন্নাহ' নামক এ পুস্তিকাটি সংকলন করেছেন তাঁরই সুযোগ্য খলীফা মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান দা. বা.। যা মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশের দাওয়াত ও ইসলাহি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে একান্ত সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

এতে ফেকাহ শাস্ত্রে নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি এবং হারদুয়ীর হযরত কর্তৃক সংকলিত 'সুন্নতের পার্চাসমূহ' থেকে গোসল, আযান, ইকামত, নামায এবং খাওয়া ও ঘুমের সুন্নত থেকে শুরু করে পিতা-মাতার হক এবং কাফন-দাফনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ আদায়ের সুন্নত তরিকা এবং 'আমর বিল মারুফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার' সম্পর্কে সম্যক আলোচনা করা হয়েছে। এই বইটি মুসলমানদের সহীহ তরিকায় দ্বীন ধর্ম পালনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশাবাদী।



মজলিসে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদানিয়া
জামিয়া নগর, ৩১২ দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪
www.dawatul-haq.com

cover ■ kala jadu